গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সরকারি কর্মসম্পাদন পরিবীক্ষণ পদ্ধতি

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়

অর্থবছর: ২০২৫-২৬

সূচিপত্র

সেকশন ১: ভিশন, মিশন এবং ৩ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা ৪

সেকশন ১: মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৩ বছর মেয়াদি পরিকল্পনার ছক (3-year plan table of the ministry/department) ৫

সেকশন ২: (বিবেচ্য অর্থবছরের কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা) ((Performance plan for the fiscal year in question)) ১৪

সেকশন ৩: (মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত বিষয়-সংক্রান্ত প্রতিবেদন) ১৭

সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ ১৮

সংযোজনী ২: বিস্তারিত পরিকল্পনা (Detailed plan) ১৯

সংযোজনী ৩: কর্মসম্পাদন ও প্রমাণক (Performance and proof) ২৬

সংযোজনী ৪: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট/নির্ভরশীল কার্যক্রমসমূহ (Activities related/dependent to other offices) ২৮

সেকশন ১
ভিশন, মিশন এবং ৩ বছর মেয়াদি পরিকল্পনা

১.১ ভিশন

আন্তর্জাতিকমানের বন্দর, মেরিটাইম ও নৌপরিবহন ব্যবস্থাপনা

১.২ মিশন

সমুদ্র, নৌ ও স্থলবন্দর সমূহের আধুনিকায়ন, নৌপথের নাব্যতা সংরক্ষণ, মেরিটাইম সেক্টরে দক্ষ জনবল সৃষ্টি, সাশ্রয়ী ও নিরাপদ যাত্রী ও পণ্য পরিবহন এবং বৈদেশিক বাণিজ্য সম্প্রসারণ।

সেকশন ১

মন্ত্রণালয়/বিভাগের ৩ বছর মেয়াদি পরিকল্পনার ছক (3-year plan table of the ministry/department)

ক্রমিক	কার্যক্রম	কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা		
		১ম বছর (২০২৫-২৬)	২য় বছর (২০২৬-২৭)	৩য় বছর (২০২৭-২৮)
১	সমুদ্রবন্দরসমূহে সেবা সম্প্রসারণকল্পে অবকাঠামো উন্নয়ন।	সমুদ্রবন্দর দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। দেশের রপ্তানি বাণিজ্যের ৯৫ ভাগ এবং আমদানি বাণিজ্যের প্রায় ৯৩ ভাগ চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর দিয়ে সম্পন্ন হয়। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য গতিশীল করতে সমুদ্র বন্দরের কন্টেইনার, কার্গো ও জাহাজ হ্যান্ডলিং সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিস্তারিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে- ১. চট্টগ্রাম বন্দরের অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে (ক) মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ (খ) লালদিয়ায় পিপিপি প্রকল্পের আওতায় কন্টেইনার টার্মিনাল স্থাপন ও অপারেশন; (গ) বে-টার্মিনালের ব্রেক ওয়াটার ও নেভিগেশনাল এক্সেস চ্যানেল নির্মাণ; (ঘ) মাতার বাড়ি পোর্ট নির্মাণ (স্টেজ-২) (ঙ) বে-মাল্টিপারপাস টার্মিনাল নির্মাণ; (চ) পিপিপি জিটুজি ভিত্তিতে বে-কন্টেইনার টার্মিনাল-১ নির্মাণ; (ছ) পিপিপি জিটুজি ভিত্তিতে বে-কন্টেইনার টার্মিনাল-২ নির্মাণ; (জ) বন্দর প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দরে প্যাকেজ-১ (২টি জেটি নির্মাণ)-নির্মাণের কাজ ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ১০% সম্পন্ন হবে। ২. চট্টগ্রাম বন্দরের লালদিয়ায় পিপিপি প্রকল্পের আওতায় কন্টেইনার টার্মিনাল স্থাপন ও অপারেশনেবিশ্বের শীর্ষস্থানীয় টার্মিনাল অপারেটর এপিএম-এর সাথে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারত্বের ভিত্তিতে লালদিয়া কন্টেইনার টার্মিনাল নির্মাণের প্রস্তুতি নেয়া হয়েছে। এ লক্ষ্যে ট্রানজেকশন এডভাইজার নিয়োগের কার্যক্রম এ বছরে সম্পন্ন হবে। ৩. পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের ৩য় সমুদ্র বন্দর। এটি প্রযুক্তিগতভাবে অত্যাধুনিক, বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক এবং ব্যবসাবান্ধব করার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বন্দরটির পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম আগামী জুনের মধ্যে শুরু হবে। সে লক্ষ্যে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের আন্ধারমানিক নদীর উপর ১১৮০ মিটার দৈর্ঘ্যের ব্রিজ নির্মাণ কাজ ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ১০০% সম্পন্ন করা হবে।	১. সকল অবকাঠামো নির্মাণকাজ চলমান থাকবে। মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ প্রকল্পের কাজ আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৩০% সম্পন্ন হবে। ২. আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরের মধ্যে সকল অভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া শেষে এ প্রকল্পের কন্সট্রাকশন কাজের টেন্ডার আহবান করা হবে।	১. ২০২৭-২৮ অর্থ বছরে উক্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জীভূত কাজ ৫০% সম্পন্ন হবে। ২.আগামী ২০২৭-২০২৮ অর্থ বছরের মধ্যে কন্সট্রাকশন কাজের ১০% সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।

ক্রমিক	কার্যক্রম	কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা		
		১ম বছর (২০২৫-২৬)	২য় বছর (২০২৬-২৭)	৩য় বছর (২০২৭-২৮)
২	সমুদ্র বন্দরে সেবা সহজীকরণ ও দ্রুততম সময়ে সেবা প্রদান	১. বাংলাদেশে সমুদ্রবন্দর যথা: চট্টগ্রাম, মোংলা ও পায়রা বন্দরসমূহে ২৪ ঘণ্টা দেশি-বিদেশি জাহাজ থেকে কন্টেইনার, কার্গো ও জাহাজ হ্যান্ডলিং করা হয়। আমদানি-রপ্তানির প্রায় ৯৩ ভাগ কার্যক্রম সমুদ্রপথে হয়ে থাকে। গত ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ৩০০০ হাজার TEUs কন্টেইনার হ্যান্ডলিং, ১০৫০ লক্ষ মেট্রিক টন কার্গো হ্যান্ডলিং, ৪৫০০ টি জাহাজ হ্যান্ডলিং করা হয়েছিল। ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে যথাক্রমে: ৩১০০ হাজার TEUs কন্টেইনার, ১১৫০ লক্ষ মেট্রিক টন কার্গো, ও ৪৮০০টি জাহাজ হ্যান্ডলিং নির্ধারণ করা হয়েছে। এসব হ্যান্ডলিং সেবা আরও দ্রুত ও সহজতর করার জন্য ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম, অটোমেশন ব্যবস্থা এবং ৬ টি স্ক্যানার মেশিন স্থাপন করা হবে। ২. বন্দরের নিজস্ব স্লিপওয়েতে জাহাজ মেরামত সুবিধা উন্নততর পোর্ট সুবিধার নির্ণায়ক। চট্টগ্রাম বন্দরের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বন্দরের স্লিপওয়েতে আগামী ০৩ বছরে মোট ১৫টি জাহাজ ডকিং করা হবে। ২০২৫-২৬ এ ৪টি জাহাজ ডকিং ও মেরামত করা হবে। এ কার্যক্রম বন্দরের সক্ষমতা বাড়বে এবং নিজেদের স্লিপওয়েতে কাজ করায় অর্থ সাশ্রয় হবে। ৩. বন্দরসমূহের সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সুনির্দিষ্ট সেবা নির্দেশিকা প্রণয়নের পরিকল্পনা রয়েছে। এর মধ্যে, মোংলা বন্দরের কার্গো হ্যান্ডলিং অপারেশন এর জন্য ১ টি এবং মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আরেকটি আলাদা SOP (Standard Operating Procedure) প্রণয়ন কার্যক্রম শুরু করা হবে, যাতে বন্দরের অপারেশনাল কার্যক্রম আরও দক্ষ, সুনির্দিষ্ট ও নিরাপদ হয়। এই SOP দুটিতে কার্গো লোডিং, আনলোডিং, স্টোরেজ এবং যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের নির্ধারিত প্রক্রিয়া, নিরাপত্তা নির্দেশনা এবং জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার ব্যবস্থা অন্তর্ভুক্ত করা হবে। এতে বন্দরের কার্যক্রমের মান উন্নত হবে, অপারেশনাল ঝুঁকি কমবে এবং দুর্ঘটনা প্রতিরোধ সম্ভব হবে। SOP বাস্তবায়নের মাধ্যমে বন্দরের কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে এবং যন্ত্রপাতির স্থায়িত্ব নিশ্চিত হবে, যা বন্দর কার্যক্রমের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা বজায় রাখবে।	১. ২০২৬-২৭ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে যথাক্রমে: ৩১৫০ হাজার TEUs কন্টেইনার, ১২০০ লক্ষ মেট্রিক টন কার্গো, ও ৪৮৫০টি জাহাজ হ্যান্ডলিং। এসময়ে অটোমেশন কার্যক্রম উন্নততর করার লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। ২. নিজস্ব স্লিপওয়েতে ২০২৬-২৭ এ ৫টি জাহাজ ডকিং ও মেরামত করা হবে। ৩. ২০২৬-২৭ অর্থবছরের মধ্যে SOP দুইটি প্রণয়নের কার্যক্রম শেষ হবে।	১. ২০২৭-২৮ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে যথাক্রমে: ৩২০০ হাজার TEUs কন্টেইনার, ১২৫০ লক্ষ মেট্রিক টন কার্গো, ও ৪৯৫০টি জাহাজ হ্যান্ডলিং। ২। ২০২৭-২০২৮ অর্থবছরে মোট ৬টি জাহাজ ডকিং ও মেরামত করা হবে।
৩	বন্দরসমূহের নিজস্ব আয় ও সরকারি রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি।	নৌপরিবহন খাতের রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর ও গতিশীল করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বন্দর পরিচালনা, জাহাজ নিবন্ধন, যাত্রী ও পণ্য পরিবহন, শুল্ক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরিষেবা থেকেরাজস্ব সংগ্রহ বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। এ লক্ষ্যে অটোমেশন এবং ডিজিটাল সেবার পরিধি বাড়ানো হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২৫-২৬ অর্থবছরে মন্ত্রণালয় ৩০০ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	ডিজিটাল সেবা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করার মাধ্যমে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। ২০২৬-২৭ বছরে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৩০০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	২০২৭-২৮ বছরে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৩০০ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

ক্রমিক	কার্যক্রম	কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা		
		১ম বছর (২০২৫-২৬)	২য় বছর (২০২৬-২৭)	৩য় বছর (২০২৭-২৮)
৪	সমুদ্র বন্দরসমূহের নাব্যতা রক্ষায় ড্রেজিং কার্যক্রম চালু রাখা	১. চট্টগ্রাম বন্দরের কর্ণফুলী নেভিগেশনাল চ্যানেল ও জেটিসমূহের সম্মুখভাগে সংরক্ষণ ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে ৯ মিটার ড্রাফট বজায় রাখা একান্ত জরুরি। এ চ্যানেল দিয়ে আমদানি রপ্তানির সকল জাহাজ চলাচল করে। সে লক্ষ্যে আগামী ৩ বছরে বন্দরে মোট ৪০ লক্ষ ঘন মিটার ড্রেজিং করার পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ১২ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হবে। এর মাধ্যমে অন্তত ৯ মিটার ড্রাফট বজায় রাখা সম্ভব হবে। ২. পায়রা সমুদ্রবন্দরে ইতোমধ্যে ইয়ার্ড, জেটিসহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। আগামী বছর এ বন্দর পুরোপুরি কার্যক্রম শুরু করবে। এ লক্ষ্যে, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের রাবনাবাদ চ্যানেলের নাব্যতা অন্ততঃ ৯ মিটার বজায় রাখার লক্ষ্যে “পায়রা বন্দরের রাবনাবাদ চ্যানেলের রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং এবং হপার ড্রেজার ক্রয়” প্রকল্পের মাধ্যমে ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা এবং বন্দরের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ড্রেজিং অব্যাহত রাখার জন্য হপার ড্রেজার ক্রয় করা হবে। আশা করা যায়, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রকল্পটির অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।	১. ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ১৩.৫০ লক্ষ ঘন মিটার কর্ণফুলী নেভিগেশনাল চ্যানেল ও জেটিসমূহের সম্মুখভাগে সংরক্ষণ ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে ৯ মিটার ড্রাফট বজায় রাখা সম্ভব হবে। ২. ২০২৬-২৭ অর্থবছরে প্রকল্পটি অব্যাহত থাকবে। প্রকল্পের অন্তর্গত ড্রেজিং কার্যক্রম ৩০% সম্পন্ন করা হবে।	১. আগামী ২০২৭-২৮ অর্থ বছরে ১৪.০০ লক্ষ ঘন মিটার কর্ণফুলী নেভিগেশনাল চ্যানেল ও জেটিসমূহের সম্মুখভাগে সংরক্ষণ ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে ৯ মিটার ড্রাফট বজায় রাখা সম্ভব হবে। ২. আগামী ২০২৭-২৮ অর্থবছরে বাকী ৭০% ড্রেজিং কার্যক্রম সম্পন্নকরণের মাধ্যমে ১০০% কাজ সম্পন্ন করা হবে। এবং ২টি হপার ড্রেজার সংগ্রহ সম্পন্ন করার মাধ্যমে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ড্রেজিং পরিচালনার সক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব হবে।

ক্রমিক	কার্যক্রম	কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা		
		১ম বছর (২০২৫-২৬)	২য় বছর (২০২৬-২৭)	৩য় বছর (২০২৭-২৮)
৫	অভ্যন্তরীণ নৌপথ ও নৌ স্থাপনার উন্নয়ন	১. বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) এর কাজ হলো নৌ-পথ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ এবং ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি প্রদানের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌপরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ। বাংলাদেশে নদীসমূহে প্রচুর পলিমাটির মাধ্যমে ভরাটের প্রবণতা থাকায় অভ্যন্তরীণ নৌপথসমূহে সারা বছর নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে নৌ-চলাচল অব্যাহত রাখতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও সংরক্ষণ ড্রেজিং কার্যক্রম সচল রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নৌপথ সচল রাখতে নৌপথে নাব্যতা সংরক্ষণ ও নদী শাসনের জন্য ২০২৫-২৬ বছরে ৮০ কি. মি. ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও ২২০ লক্ষ ঘনমিটার সংরক্ষণ ড্রেজিং কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রানির্ধারণ করা হয়েছে। ২. দেশের অভ্যন্তরীণ গুরুত্বপূর্ণ নৌপথসমূহে সারা বছর নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে যাত্রী ও পণ্যবাহী নৌযান (কার্গোসহ) চলাচল ও নৌ-দুর্ঘটনা এড়াতে নৌ-পথে নৌ-সহায়ক সামগ্রী স্থাপন ও মেরামত করাআবশ্যক। সেজন্য,নৌ-পরিচালনের সুবিধার্থে অভ্যন্তরীণ নদী পথে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ২৫,৫০০টিমার্কা, বয়াবাতি, বিকন-বাতিসহ নৌ-সহায়ক সামগ্রী স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে । ৩. অভ্যন্তরীণ গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথের নাব্যতা বজায় রাখতে ও নদীর তলদেশের গভীরতা/অবস্থার প্রোফাইল তৈরিতে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ কাজ পরিচালনা করা হয়। এছাড়া সমীক্ষা, গবেষণামূলক ইত্যাদি কাজে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/তৃতীয় পক্ষের চাহিদার আলোকে এই হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত ডাটা হাইপ্যাক সফটওয়্যার ব্যবহার করে ম্যাপ/চার্ট তৈরি ও প্রকাশ করা হয়। ২০২৫-২৬ বছরে ২৭০০ কি. মি.নৌ-পথের হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ ও চার্ট প্রকাশের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ৪. দুর্যোগপূর্ণ সময়ে যথাযথ আবহাওয়া বার্তা প্রদান দুর্যোগ সংক্রান্ত জান-মালের ক্ষতি বহুলাংশে কমিয়ে আনে। এজন্য, আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত সতর্কবার্তা অনুযায়ী বিআইডব্লিউটিএ অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী নৌযান ও পণ্যবাহী জাহাজগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ সিগন্যাল/সতর্ক সংকেত প্রদান করে। এসব সংকেত প্রদান কার্যক্রম বহুল প্রচারের লক্ষ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। দুর্যোগ পূর্ববর্তি প্রস্তুতি হিসেবে প্রচার মহড়া পরিচালনা করা হবে। নদীবন্দরসমূহে আবহাওয়া-সংক্রান্ত সংকেত পরিবেশন কার্যক্রম ২০২৫-২৬ অর্থবছরে শতভাগ পরিচালনা করা হবে। ৫. এছাড়া, নদীবন্দরসমূহে জেটি, ঘাট, বন্দর ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীন নৌ যোগাযোগ ও প্রটোকল রুটে পণ্য পরিবহন গতিশীল করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। চিলমারী এলাকায় (রমনা, জোড়গাছ, রাজিবপুর, রৌমারি নয়ারহাট) নদীবন্দর নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় (১) রংপুর বিভাগের অপেক্ষাকৃত সুবিধাবঞ্চিত কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, রংপুর ও গাইবান্ধা জেলার কতিপয় এলাকায় নদীবন্দর নির্মাণ শুরু হয়েছে। এটি নৌ-বাণিজ্য ও প্রটোকল চুক্তির আওতায় নেপাল ও ভুটান এবং ভারতের আসামের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নীতকরণে অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এ প্রকল্পের ৩৫% কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া, মিরসরাই, চট্টগ্রাম -এ নির্মিতব্য অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রবেশের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম মিরসরাই ও সন্দীপ, কক্সবাজারের সোনাদিয়া দ্বীপ ও টেকনাফ (সাবরাং ও জালিয়ার দ্বীপ) অংশের জেটিসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণ প্রকল্পের সুবিধাদি নির্মাণ কার্যক্রম ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রকল্পের ২৫% কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	১. নাব্যতা সংরক্ষণ কার্যক্রম চলমান থাকবে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ১০ কি. মি. ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও ২৪০ লক্ষ ঘনমিটার সংরক্ষণ ড্রেজিং কার্যক্রমেরলক্ষ্যমাত্রানির্ধারণ করা হয়েছে। ২. ধারাবাহিকাবে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ২৫,৬০০টিনৌ-সহায়কসামগ্রী স্থাপনেরলক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ৩. হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ রিপোর্ট ও চার্টপ্রকাশ একটি চলমান ও ধারাবাহিক কাজ বিধায় ২০২৬-২৭ বছরে ২৮০০ কি. মি. নৌ-পথের হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ ও চার্ট প্রকাশের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ৪. একইভাবে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে প্রচারণা শতভাগ পরিচালনা করা হবে। ৫. জেটি, ঘাট, বন্দর ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণকাজ ধারাবাহিকভাবে চলমান থাকবে। আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরে চিলমারী প্রকল্পের ৭০% এবং মিরেরসরাই প্রকল্পের ৪৫% কার্যক্রম শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	১. আগামী ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ১২০ কি. মি. ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও ২৬০ লক্ষ ঘনমিটার সংরক্ষণ ড্রেজিং কার্যক্রমেরলক্ষ্যমাত্রানির্ধারণকরা হয়েছে। ২. একইভাবে ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ২৫,৭০০টি নৌ-সহায়ক সামগ্রী স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ৩. একইভাবে,২০২৫-২৬ বছরে ২৯০০ কি. মি. নৌ-পথের হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ ও চার্ট প্রকাশের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ৪. ২০২৭-২৮ অর্থবছরে প্রচারণা শতভাগ পরিচালনা করা হবে। ৫. ২০২৭-২৮ অর্থবছরে উভয় প্রকল্পের ১০০% কার্যক্রম শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

ক্রমিক	কার্যক্রম	কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা		
		১ম বছর (২০২৫-২৬)	২য় বছর (২০২৬-২৭)	৩য় বছর (২০২৭-২৮)
৬	নতুন বাণিজ্যিক জাহাজ বিএসসির বহরে যুক্ত করা	১. বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) কাজ হলো আন্তর্জাতিক নৌপথে নিরাপদ ও দক্ষ শিপিং সেবা প্রদান করাসহ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও সহেযোগী সকল প্রকার কার্য সম্পাদন করার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা। সে লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সমুদ্র পরিবহনের ক্ষেত্রে জাহাজ অর্জনের মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুখ্য শিপিং কোম্পানীতে উন্নীত হওয়া ও দক্ষ নৌসেবা প্রদান করে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে বিএসসি'র বহরে জাহাজ সংখ্যা বৃদ্ধি করা অপরিহার্য। বিএসসি তথা সরকারের কৌশলগত সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১ম বছর (২০২৫-২৬) বিএসসি'র নিজস্ব অর্থায়নে দুটি বাল্ক জাহাজ (প্রতিটি প্রায় ৬৩,৫০০ ডিডব্লিউটি ক্ষমতা সম্পন্ন) কেনার কার্যক্রম সম্পূর্ণরুপে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২. বিএসসি'র ৩টি ট্যাংকার জাহাজ ও ২টি বাল্ক ক্যারিয়ার জাহাজ রয়েছে। আরও দুটি বাল্ক ক্যারিয়ার জাহাজ বহরে সংযোজিত হচ্ছে। এভাবে মোট ৭টি জাহাজ দ্বারা লক্ষ্যমাত্রা ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৭.৫ লক্ষ মেট্রিক টন নির্ধারণ করা হয়েছে।	১. ২০২৬-২৭ অর্থবছরে জাহাজ অর্জনের জন্য গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নপূর্বক কমপক্ষে ০৩ টি জাহাজ অর্জনের ৫০% কার্যক্রম সম্পন্ন (Keel Laying) করারলক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২. ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ১২ লক্ষ মেট্রিক টন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	১. ২০২৭-২৮ অর্থবছরে উক্ত ৩ টি জাহাজের ৭৫% (Worksfor Construction) কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২. ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ১৪ লক্ষ মেট্রিক টন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
৭	স্থলবন্দরসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি	১. বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কাজ হলো স্থলবন্দর অবকাঠামো উন্নয়ন, পণ্য-ওঠা-নামা ও সংরক্ষণে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে অপারেটর নিয়োগের মাধ্যমে দক্ষ ও সাশ্রয়ী সেবা প্রদান। সে লক্ষ্যে তামাবিল ও আখাউড়া স্থলবন্দরের ইয়ার্ড ও ওয়্যারহাউজের অবকাঠামো উন্নয়ন 'বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট: ১' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় তামাবিল ও আখাউড়া স্থলবন্দরের ইয়ার্ড ও ওয়্যারহাউজের অবকাঠামো নির্মাণ ২০২৫-২৬ বছরে ২০% সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে। ২. বেনাপোল বন্দরে বিপজ্জনক দ্রব্যের নিরাপদ সংরক্ষণের লক্ষ্যে বিশেষ ওয়্যারহাউজ নির্মাণে 'একসেলেরেটিং ট্রান্সপোর্ট এন্ড ট্রেড কানেক্টিভিটি ইন ইস্টার্ন সাউথ এশিয়া (একসেস)-বাংলাদেশ ফেজ ১ (বিএলপিএ কম্পোনেন্ট)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বেনাপোল স্থলবন্দরে বিপজ্জনক দ্রব্যের নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য একটি কেমিক্যাল গোডাউন নির্মাণ করা হবে। এছাড়াও তামাবিল স্থলবন্দরে সাউথ এশিয়া সাব-রিজিউনাল ইকোনমিক কো অপারেশন (সাসেক) ইন্টিগ্রেটেড ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট BLPA অংশ প্রকল্পের আওতায় বিপজ্জনক দ্রব্যের নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে মধ্যে ১০% কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	১. স্থলবন্দরসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম চলমান থাকবে। এ অর্থবছরে আখাউড়া স্থলবন্দরের ইয়ার্ড ও ওয়্যারহাউজের অবকাঠামো নির্মাণ ৪০% সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে। ২. ২০২৬-২৭ অর্থবছরের মধ্যে বিপজ্জনক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য বিশেষায়িত গোডাউন নির্মাণ কাজ ৩০% সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	১. আগামী ২০২৭-২৮ বছরে এ প্রকল্পের কাজ ১০০% সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে। ২. আগামী ২০২৭-২৮ অর্থবছরের মধ্যে ১০০% কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

ক্রমিক	কার্যক্রম	কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা		
		১ম বছর (২০২৫-২৬)	২য় বছর (২০২৬-২৭)	৩য় বছর (২০২৭-২৮)
৮	আইন ও নীতি সংস্কার ও হালনাগাদকরণ	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সময়ের চাহিদার সাথে সাথে বিদ্যমান নীতি, আইন, প্রবিধান সংস্কারের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার আইন ও নীতি সংস্কার কার্যক্রম দ্রুততার সাথে চলমান রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ১. মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের নিয়োগ, পদোন্নতি ও অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যক্রম আরও সহজ, কার্যকর ও বাস্তব প্রয়োগযোগ্য করার লক্ষ্যে **প্রবিধানমালা সংস্কার কার্যক্রম** ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা হবে। ১ম বছর (২০২৫-২৬) বিদ্যমান প্রবিধানমালার পর্যালোচনা, ঘাটতি চিহ্নিতকরণ এবং সংস্কারের রূপরেখা প্রণয়ন করা হবে। ২. নৌপরিবহন সেক্টরের বাণিজ্যিক খাত সম্প্রসারণ একটি অন্যতম লক্ষ্য। এ খাতের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২৫-২৬ অর্থবছরেMerchant Shipping Ordinance/Act ২০২৫ (MSO) প্রণয়নের জন্য এর খসড়া চূড়ান্তকরে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। ৩. ২০২৬-২৭ অর্থবছরেনাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক-কল্যাণ পরিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধি-২০০৬ সংশোধনের লক্ষ্যে সংশোধিত খসড়া প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	১. ২০২৬-২৭ অর্থবছরে খসড়া প্রবিধানমালা প্রস্তুত, সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহণ ও আইনগত ভিত্তি যাচাই করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। ২.২০২৬-২৭ অর্থবছরেপ্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রণীত খসড়া অভ্যন্তরীন প্রক্রিয়া সম্পাদন শেষে অনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। ৩. আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরেনাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীনিয়োগ বিধি-২০০৬ সংশোধন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	১. ২০২৭-২৮ অর্থবছরে চূড়ান্ত প্রবিধানমালা অনুমোদন, প্রকাশ এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। ২. ২০২৭-২৮ অর্থবছরেMerchant Shipping Ordinance/Act ২০২৫ (MSO) চূড়ান্ত অনুমোদন গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ৩. ২০২৭-২৮ অর্থবছরেনাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীনিয়োগ বিধি-২০০৬ সংশোধন, চূড়ান্ত অনুমোদন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।
৯	উপকূলীয় নৌরুটে যাত্রীসেবা প্রদানের লক্ষ্যে নতুন জলযান সংযোজন	১. বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) এর কাজ হল নৌপথে যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী নৌযান পরিচালনার মাধ্যমে দেশের মূল ভূখন্ড, উপকূলীয় এলাকাসহ দ্বীপাঞ্চলের মধ্যে এবং আন্তর্জাতিক নৌপথে নিরাপদ যাত্রী/ক্রুজ সার্ভিস প্রদান ও মালামাল পরিবহন। দেশের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা নিরবচ্ছিন্ন রাখতে গুরত্বপূর্ণ নদী সংযোগে ফেরি সার্ভিস পরিচালনা করা। সে পরিপ্রেক্ষিতে উপকূলীয় যাত্রীবাহী সার্ভিস সম্প্রসারণের জন্য ২০২৫-২৬ অর্থবছরে হাতিয়ার বয়ারচর চেয়ারম্যান ঘাট হতে নলচিরা রুটে নতুন জাহাজ সংযোজন বিষয়ে চেয়ারম্যান ঘাট-হাতিয়া (নলচিরা) নৌরুটে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ১টি জাহাজ সংযোজন করা হবে।	১.উক্ত রুটে চাহিদা বিশ্লেষণ করে২০২৬-২৭ অর্থবছরে নতুন আরেকটি জাহাজ সংযোজন করা হবে।	১.ধারাবাহিকভাবে, ২০২৭-২৮ অর্থবছরে উক্ত উপকূলীয় রুটে নতুন আরো একটি জাহাজ সংযোজন করা হবে।

ক্রমিক	কার্যক্রম	কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা		
		১ম বছর (২০২৫-২৬)	২য় বছর (২০২৬-২৭)	৩য় বছর (২০২৭-২৮)
১০	ডিজিটাইজেশন ও অটোমেশন	সেবা প্রদান কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করা এবং স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সাথে অভ্যন্তরীন ও জনসেবা নিশ্চিত করা, এবং মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিস্তারিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমগুলো উল্লেখযোগ্য- ১. মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের জন্য একটি আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর **স্মার্ট ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম** চালু করা হবে, যার মাধ্যমে বন্দরের জমি ব্যবস্থাপনা, নথি সংরক্ষণ, লিজ প্রদান ও ভূমি রাজস্ব আদায় কার্যক্রমকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে রূপান্তর করা হবে। ২০২৫-২৬ অর্থবছর কার্যক্রমটির পরিকল্পনা, প্রয়োজন বিশ্লেষণ, সফটওয়্যার ডিজাইন, প্রাক্কলন অনুমোদন, দরপত্র আহবান এবং ডেটা সংগ্রহ সম্পন্ন হবে। এর মাধ্যমে ২০% কাজ শেষ হবে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে মোংলা বন্দরের নিজস্ব সম্পদ ব্যবস্থাপনা নির্ভুল ও গতিশীল হবে। ২. বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) এর প্রায় ৫০০০ এর অধিক কর্মকর্তা কর্মচারীর তথ্য সংরক্ষণ এবং তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ২০২৫-২৬ অর্থবছরে HumanResources Management System (HRMS) সফটওয়্যার প্রস্তুত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। ৩. Maritime Single Window (**MSW**) সিস্টেম আন্তর্জাতিক মেরিটাইম বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও মেরিটাইম কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণে অত্যন্ত জরুরি। এটি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২৫-২৬ অর্থবছরেMaritime Single Window (MSW) সিস্টেম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষে Inception & Software Requirements Specification (SRS) Report চূড়ান্তকরণের মাধ্যমে ৩০% কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। ৪. বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের ফ্লিট ডিজিটালাইজেশনে (১) Cloud Fleet Management (CFM) Software পাইলটিং ও (২) জাহাজের ক্লাউড-বেজড এসএমএস প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ CFM: কর্পোরেশনের সকল জাহাজ ও কার্যালয়ের জন্য ক্লাউডভিত্তিক ফ্লিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার (CFM) বাস্তবায়ন করা হবে, যা অপারেশন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ডেটা সংরক্ষণ কার্যক্রমকে ডিজিটালি সমন্বিত করবে। এর মাধ্যমে ফ্লিটের কার্যক্ষমতা ও রক্ষণাবেক্ষণ তদারকি আরও কার্যকরভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।	১. আগামী ২০২৬-২৭ সিস্টেম উন্নয়ন, সার্ভার স্থাপন, ডেটাবেস তৈরি, প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষামূলক চালুর মাধ্যমে সফটওয়্যারের ৬৫% অগ্রগতি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২. ২০২৬-২৭ অর্থবছরে HumanResources Management System (HRMS) পরিবীক্ষণ, ফিডব্যাক গ্রহণ, মূল্যায়ন, আপগ্রেডেশন ও ডাটা এন্ট্রি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। ৩. ২০২৬-২৭ অর্থবছরেMaritime Single Window (MSW) সিস্টেম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষে Inception & Software Requirements Specification (SRS) Report চূড়ান্তকরণের মাধ্যমে ৭০% কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। ৪. বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের ফ্লিট ডিজিটালাইজেশনে সকল ফ্লিট এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে সিএফএম ২০২৬-২৭ অর্থবছরে বাস্তবায়ন করা হবে।	১. আগামী ২০২৭-২৮ পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন, প্রশিক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা ও মনিটরিং মেকানিজম চালু করে ১০০% কাজ সম্পন্ন করা হবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে বন্দরের জমি ব্যবস্থাপনা স্বচ্ছ ও দ্রুত সেবামুখী হবে এবং ভূমি-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে তথ্যভিত্তিক কার্যক্রম নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। ২. ২০২৭-২৮ অর্থবছরে HumanResources Management System (HRMS) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বদলি, পদোন্নতি, ছুটি, উপস্থিতি এবং এসিআর সংক্রান্ত বিষয়ে পেপারলেস কার্যক্রম পরিচালনা করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ৩. ২০২৭-২৮ অর্থবছরেMaritime Single Window (MSW) সিস্টেম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষে Inception & Software Requirements Specification (SRS) Report চূড়ান্তকরণের মাধ্যমে ১০০% কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। ৪. বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের ফ্লিট ডিজিটালাইজেশন করে পরিপূর্ণভাবে CFM Software এর মাধ্যমে ২০২৭-২৮ অর্থবছরে জাহাজগুলো পরিচালনা করা হবে।

ক্রমিক	কার্যক্রম	কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা		
		১ম বছর (২০২৫-২৬)	২য় বছর (২০২৬-২৭)	৩য় বছর (২০২৭-২৮)
১১	মেরিটাইম শিক্ষা ও চাকুরী সম্প্রসারণ	১. বর্তমানে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি মোট ৫ (পাঁচ) টি। মেরিন একাডেমির কাজ হলো আন্তর্জাতিকমানের উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মেরিটাইম সেক্টরে দক্ষ, মেধাবী এবং ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম বিশ্বমানের মানবসম্পদ গড়ে তোলা। মেরিন একাডেমিসমূহ STCW Convention অনুযায়ী দক্ষ, পরিবেশ সচেতন ও চৌকস ক্যাডেট অফিসার তৈরি করে। এ লক্ষ্যে ২ বছর মেয়াদি প্রাক-সমুদ্রগামী প্রশিক্ষণ বা প্রি-সি (Pre-Sea) সমুদ্রগামী ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ প্রদান চলমান রয়েছে। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে মোট প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা ৫০০ জন। ২. বর্তমানে দেশে দুইটি ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট রয়েছে। এসব ইন্সটিটিউটে বাংলাদেশী নাগরিকদের প্রি-সি, পোস্ট সি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নৌজনশক্তি হিসাবে গড়ে তুলে নিরাপদ ও দক্ষতার সাথে জাহাজ পরিচালনার জন্য বিশ্ব নৌ-বহরে রেটিং (নাবিক) সরবরাহ উপযোগী করা হয়। ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট সমুদ্রগামী জাহাজের নাবিকদের বিভিন্ন এনিসিলিয়ারি কোর্সসহ পোস্ট-সি কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে । এ কোর্সসমূহ সারা বছরব্যাপী বিভিন্ন মেয়াদে প্রদান করা হয়। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৩০০০জন নাবিককে পোস্ট-সি কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ৩. On-board training/Sea Time পরবর্তী সময়ে সুনির্দিষ্ট বিষয়ে তাত্ত্বিক ও বিশেষ করে প্রায়োগিক দক্ষতা অর্জনের জন্য কতিপয় বেসিক কোর্স (এন্সিলিয়ারি কোর্স) (PST, EFA, PSSR, FP&FF, SAT, DSD ইত্যাদি) এবং প্রিপারেটরি কোর্সে (যেমন BTBRM, CLASS ২ & ৩, AFF, PMFA, ENS, GMDSS, HVOL, ERMLT, Preparatory Class ৩ (Motor), Engineering Workshop ইত্যাদি) প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজন হয়। আগামী ৩ বছরে সমুদ্রগামী ক্যাডেটদের সমুদ্রযাত্রার পূর্বে বেসিক কোর্স (এন্সিলিয়ারি কোর্স) ও সমুদ্রগোর মেরিনারদের প্রিপারেটরি কোর্সের প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে মোট ৩,২৪০জন। তন্মধ্যে চলমান ২০২৫-২৬ অর্থবছরে মোট ১,৬০০ জনকে প্রশিক্ষিত করা হবে। ৪. সফলভাবে মেরিন ক্যাডেট ও নাবিকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে নতুন ৪টি মেরিন একাডেমিতে একটি প্রকল্পের আওতায় সিমুলেটর স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।চলমান অর্থবছরে সিমুলেটর স্থাপন কাজের ২০% সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ৫. চট্টগ্রাম মেরিন একাডেমির অবকাঠামোগত পুনর্গঠনের মাধ্যমে আধুনিকীকরণ ও বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে একটি প্রকল্পের আওতায় ওয়ার্কশপ, Survival Station, Swimming pool, Radar Building ইত্যাদি আধুনিকায়নকাজ হাতে নেয়া হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রকল্পের ৩০ ভাগ কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে।	১. ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে অর্থবছরে ক্রমপুঞ্জিভূত প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা ৫৫০ জন । ২. আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৩১০০ জন নাবিককে পোস্ট-সি কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ৩. আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ক্রমপুঞ্জিভূত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে মোট ১,৮০০ জন। ৪. ২০২৬-২৭ অর্থবছরে সিমুলেটর স্থাপনের ৫০% কাজ সম্পন্ন হবে। ৫. ২০২৬-২৭ অর্থছরে প্রকল্পের ৭০ ভাগ কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে।	১. আগামী ২০২৭-২০২৮ সালে গ্রাজুয়েশন প্যারেড অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৩ বছরের ক্রমপুঞ্জিভূত লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে মোট ৬০০ জন ক্যাডেটের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হবে। ২. আগামী ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ৩২০০ জন নাবিককে পোস্ট-সি কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ৩. ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ক্রমপুঞ্জিভূত লক্ষ্যমাত্রায় মোট ২,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ৪. এ অর্থবছরে ১০০% সিমুলেটর স্থাপন (Installation of Simulator) টেস্টিং ও কমিশনিং সম্পাদন সম্পন্ন হবে। প্রশিক্ষণ ও সার্টিফিকেশন কার্যক্রম সম্পন্নকরা হবে। প্রশিক্ষণার্থীরা পূর্ণাঙ্গভাবে সিমুলেটর ব্যবহার করে শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। ৫. ২০২৭-২৮ অর্থবছরে চলমান “অবকাঠামো-গত পুনর্গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রামের আধুনিকীকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের শতভাগ (১০০%) কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে।

ক্রমিক	কার্যক্রম	কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রা		
		১ম বছর (২০২৫-২৬)	২য় বছর (২০২৬-২৭)	৩য় বছর (২০২৭-২৮)
১২	নৌযান নিবন্ধন ও নাবিকদের সিডিসি প্রদান সহজীকরণ	১. জাহাজে কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ও সনদ প্রদান এবং নৌ-বাণিজ্যের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নৌনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নৌযানের নিবন্ধন/সার্ভে/নকশা/ নামকরণ প্রভৃতি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনুমোদন ও সনদ প্রদান এবংনৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক জাহাজ মালিকদের জাহাজের নিবন্ধন/সার্ভের আবেদন **১০ দিনের** মধ্যে নিষ্পত্তি করা হবে। ২. নাবিকদের দেশি ও বিদেশি জাহাজে চাকরির সুবিধার জন্য নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২৫-২৬ অর্থবছরে নাবিকদের পরীক্ষা গ্রহণ/সনদ/সিডিসি ও নিয়োগ-সংক্রান্ত আবেদন ৭ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হবে।	১. ২০২৬-২৭ অর্থবছরেজাহাজ মালিকদের জাহাজের নিবন্ধন/সার্ভের আবেদনের সকল কাগজপত্র সঠিক পাওয়া সাপেক্ষে **৮ দিনের** মধ্যে আবেদননিষ্পত্তি করা হবে। ২. ২০২৬-২৭ অর্থবছরেনাবিকদের পরীক্ষা গ্রহণ/সনদ/সিডিসি ও নিয়োগ-সংক্রান্ত আবেদন ৫ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হবে।	১. নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক২০২৭-২৮ অর্থবছরেজাহাজ মালিকদের জাহাজের নিবন্ধন/সার্ভের আবেদনের সকল কাগজপত্র সঠিক পাওয়া সাপেক্ষে **৬ দিনের** মধ্যে আবেদন নিষ্পত্তি করা হবে। ২. ২০২৭-২৮ অর্থবছরে নাবিকদের পরীক্ষা গ্রহণ/সনদ/সিডিসি ও নিয়োগ-সংক্রান্ত আবেদন ৩ দিনের মধ্যে নিষ্পত্তি করা হবে।
১৩	শূন্যপদে জনবল নিয়োগ	মন্ত্রণালয়/দপ্তর-সংস্থায় সেবা প্রদান ব্যবস্থা গতিশীল করা এবং উপযুক্ত, যোগ্য, মেধাবী চাকুরি প্রার্থীদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় /আওতাধীন দপ্তর-সংস্থায় ৫০০ টি শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	আগামী ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়/আওতাধীন দপ্তর -সংস্থায় ৫০০ টি শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	আগামী ২০২৭-২০২৮ অর্থবছরে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়/আওতাধীন দপ্তর-সংস্থায় ৫০০ টি শূন্যপদ পূরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
১৪	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ	মন্ত্রণালয়/আওতাধীন দপ্তর-সংস্থায় বিদ্যমান অডিট আপত্তি ক্রমপুঞ্জিভূত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভা আয়োজন করার প্রয়োজন হয়। এসব সভার মাধ্যমে আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রম ত্বরান্বিত হয়। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে বিদ্যমান অডিট আপত্তির মোট ১% নিষ্পত্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	আগামী ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে মোট ২% আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	আগামী ২০২৭-২০২৮ অর্থবছরে মোট ৩% আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
১৫	কর্মকর্তা কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি	মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় বিষয় যেমন- আইন প্রণয়ন, আচরণবিধি, তথ্য প্রযুক্তি, সিটিজেন চার্টার, শুদ্ধাচার ইত্যাদি বিষয়ে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৩০টি প্রশিক্ষণ আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৩০টি প্রশিক্ষণ আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	আগামী ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ৩০টি প্রশিক্ষণ আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সেকশন ২
(বিবেচ্য অর্থবছরের কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা) ((Performance plan for the fiscal year in question))

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনার ক্রমিক	কার্যক্রম (ফলাফল নির্দেশক)	পরিমাপকের একক	নির্দেশকের মান	প্রকৃত অর্জন (বিগত বছরের)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬ বছরের)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
[১] সেবা প্রদান [মান-২৭]	২	[১] সমুদ্র বন্দরসমূহে কন্টেইনার হ্যান্ডলিং	হাজার TEUs (সমষ্টি)	৩	৩০০০	১৫৫০
	২	[২] সমুদ্র বন্দরসমূহে কার্গো হ্যান্ডলিং	লক্ষ মেট্রিক টন (সমষ্টি)	৩	১০৫০	৫৭৫
	২	[৩] সমুদ্র বন্দরসমূহে জাহাজ হ্যান্ডলিং	সংখ্যা (সমষ্টি)	৩	৪৫০০	২৪০০
	৫	[৪] নৌ পরিচালনের সুবিধার্থে অভ্যন্তরীণ নদী পথে মার্কা, বয়াবাতি, বিক-বাতিসহ নৌ-সহায়ক সামগ্রী স্থাপন	সংখ্যা (সমষ্টি)	২		১২২৫০
	৫	[৭] নদীবন্দরসমূহে আবহাওয়া-সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন	% (গড়)	২		১০০
	৯	[৫] উপকূলীয় যাত্রীবাহী সার্ভিস সম্প্রসারণের জন্য হাতিয়ার বয়ারচর চেয়ারম্যান ঘাট হতে নলচিরা রুটে নতুন জাহাজ সংযোজন।	সংখ্যা (সমষ্টি)	২		১
	১২	[৯] অভ্যন্তরীণ নৌ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নৌযানের নিবন্ধন/সার্ভে/নকশা/নামকরণ প্রভৃতি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি	% (গড়)	২		১০০
	১২	[১০] নাবিকদের পরীক্ষা গ্রহণ/সনদ/সিডিসি ও নিয়োগ সংক্রান্ত আবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি	% (গড়)	২		১০০
	৬	[৮] বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের নিজস্ব জাহাজে পণ্য পরিবহন	লক্ষ মেট্রিক টন (সমষ্টি)	২	৫.৮০	৩.৭৫
	১১	[৬] প্রি-সি সমুদ্রগামী ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ প্রদান	জন (সমষ্টি)	২	৫৫০	২৫০
	১১	[১১] পোস্ট-সি মেরিনারদের প্রশিক্ষণ প্রদান	জন (সমষ্টি)	২	৩০০০	১৫০০
	১১	[১২] মেরিনারদের বিশেষায়িত কোর্সের প্রশিক্ষণ প্রদান	জন (সমষ্টি)	২		৮০০

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনার ক্রমিক	কার্যক্রম (ফলাফল নির্দেশক)	পরিমাপকের একক	নির্দেশকের মান	প্রকৃত অর্জন (বিগত বছরের)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬ বছরের)
[২] নীতি ও সংস্কার কার্যক্রম [মান-১০]	৮	[১৫] মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রবিধানমালা সংস্কার	তারিখ (তারিখ)	৩		২০২৬-০৬-৩০
	৮	[১৪] Merchant Shipping Ordinance 2025 (MSO), প্রণয়ন।	তারিখ (তারিখ)	৪		২০২৬-০৬-৩০
	৮	[১৩] নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধি-২০০৬ প্রণয়ন	তারিখ (তারিখ)	৩		২০২৬-০৬-৩০
[৩] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও দক্ষতা [মান-২৬]	৩	[২১] নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মোট রাজস্ব আদায় (NTR)	কোটি টাকা (সমষ্টি)	৩		১৫০
	৬	[১৬] বিএসসি'র পরিচালন-অপরিচালন আয়	কোটি টাকা (সমষ্টি)	৩	৩০০	১৫০
	৪	[২৩] কর্ণফুলী নেভিগেশনাল চ্যানেল ও জেটিসমূহের সম্মুখভাগে সংরক্ষণ ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে ৯ মিটার ড্রাফট বজায় রাখা	% (গড)	৩		১০০
	১০	[১৭] Maritime Single Window (MSW) সিস্টেম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষে Inception & Software Requirements Specification (SRS) Report চূড়ান্তকরণ।	তারিখ (তারিখ)	২		২০২৬-০৬-৩০
	১০	[১৮] মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের জন্য একটি আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর স্মার্ট ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুর লক্ষ্যে সফটওয়্যার, ডিজাইন ও তথ্য সংগ্রহ	তারিখ (তারিখ)	২		২০২৬-০৬-৩০
	৬	[১৯] বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের বহরে নতুন জাহাজ যুক্তকরণ	সংখ্যা (সমষ্টি)	৩		২
	১১	[২২] নবনির্মিত ৪ (চার)টি মেরিন একাডেমিতে সিমুলেটর ও সংশ্লিষ্ট সুবিধাদি স্থাপন প্রত্যেকের টেন্ডার আহবান ও মূল্যায়ন	তারিখ (তারিখ)	৩		২০২৬-০৬-৩০
	১৩	[২০] শূন্য পদে (১৩-২০তম গ্রেড) জনবল নিয়োগ সম্পন্নকরণণ	জন (সমষ্টি)	৩		২০০
	১৪	[২৪] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি	সংখ্যা (সমষ্টি)	২		১৫
	১৫	[২৫] মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে বিশেষ প্রশিক্ষণ আয়োজন।	সংখ্যা (সমষ্টি)	২		১০

কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র	মন্ত্রণালয়ের পরিকল্পনার ক্রমিক	কার্যক্রম (ফলাফল নির্দেশক)	পরিমাপকের একক	নির্দেশকের মান	প্রকৃত অর্জন (বিগত বছরের)	লক্ষ্যমাত্রা (২০২৫-২৬ বছরের)
[৪] উন্নয়ন সংশ্লিষ্ট ও অন্যান্য কার্যক্রম [মান-১৭]	১	[২৬] মাতারবাড়িতে গভীর সমুদ্র বন্দরের ড্রেজিং ও ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কাজ। প্রকল্পের নাম: মাতারবাড়ি পোর্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৯ পর্যন্ত।	% (গড)	২		১০
	৪	[২৭] পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের রাবনাবাদ চ্যানেলের নাব্যতা ৯ মিটার অর্জনের লক্ষ্যে প্রকল্প অনুমোদন	তারিখ (তারিখ)	২		২০২৬-০৬-৩০
	১	[৩০] পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের আন্দারমানিক নদীর উপর ১১৮০ মিটার দৈর্ঘ্যের ব্রীজ নির্মাণ।	% (গড)	৪		১০০
	৭	[২৮] তামাবিল ও আখাউরা স্থলবন্দরের ইয়ার্ড ও ওয়্যারহাউজের অবকাঠামো উন্নয়ন	% (ক্রমপুঞ্জিভূত)	২		২০
	৫	[২৯] নৌপথে নাব্যতা সংরক্ষণ ও নদী শাসনের লক্ষ্যে ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও সংরক্ষণ ড্রেজিং কার্যক্রম	কিলো মিটার (সমষ্টি)	৩		৮০
	৫	[৩১] চিলমারী এলাকায় (রমনা, জোড়গাছ, রাজিবপুর, রৌমারি নয়ারহাট) নদীবন্দর নির্মাণ। প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত।	% (ক্রমপুঞ্জিভূত)	২		২৫
	৫	[৩২] চট্টগ্রাম মিরসরাই জেটি নির্মাণের দরপত্র অনুমোদন এবং সন্দীপ কক্সবাজারের সোনাদিয়া দ্বীপ ও টেকনাফ অংশের জেটির ২৫% নির্মাণ।	% (গড)	২		১০

সেকশন ৩

(মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত বিষয়-সংক্রান্ত প্রতিবেদন)

১.১ [২০০০ হতে ২২০০ শব্দের মধ্যে]

সংযোজনী ১
শব্দসংক্ষেপ

ক্রমিক নাম্বার	শব্দসংক্ষেপ (Acronyms)	বিবরণ
১	NTR	Non Tax Revenue
২	PPP	Public Private Partnership
৩	CDC	Continuous Discharge Certificate
৪	TEUs	Twenty-foot Equivalent Unit
৫	CFM	Cloud Fleet Management
৬	MSO	Merchant Shipping Ordinance
৭	MSW	Maritime Single Window
৮	BIWTA	Bangladesh Inland Water Transport Authority
৯	HRMS	Human Resources Management System
১০	SOP	Standard Operating Procedure
১১	BLPA	Bangladesh Land Port Authority

সংযোজনী ২
বিস্তারিত পরিকল্পনা (Detailed plan)

পরিকল্পনার ক্রমিক	পরিকল্পনার কার্যক্রম	বিস্তারিত পরিকল্পনা		
		১ম বছর (২০২৫-২৬)	২য় বছর (২০২৬-২৭)	৩য় বছর (২০২৭-২৮)
১	সমুদ্রবন্দরসমূহে সেবা সম্প্রসারণকল্পে অবকাঠামো উন্নয়ন।	সমুদ্রবন্দর দেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি। দেশের রপ্তানি বাণিজ্যের ৯৫ ভাগ এবং আমদানি বাণিজ্যের প্রায় ৯৩ ভাগ চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর দিয়ে সম্পন্ন হয়। আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য গতিশীল করতে সমুদ্র বন্দরের কন্টেইনার, কার্গো ও জাহাজ হ্যান্ডলিং সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিস্তারিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে- **১.১ মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ:** চট্টগ্রাম বন্দরের অবকাঠামো উন্নয়নের লক্ষ্যে (ক) মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ; (খ) লালদিয়ায় পিপিপি প্রকল্পের আওতায় কন্টেইনার টার্মিনাল স্থাপন ও অপারেশন; (গ) বে-টার্মিনালের ব্রেক ওয়াটার ও নেভিগেশনাল এক্সেস চ্যানেল নির্মাণ; (ঘ) মাতার বাড়ি পোর্ট নির্মাণ (স্টেজ-২) (ঙ) বে-মাল্টিপারপাস টার্মিনাল নির্মাণ; (চ) পিপিপি জিটুজি ভিত্তিতে বে-কন্টেইনার টার্মিনাল-১ নির্মাণ; (ছ) পিপিপি জিটুজি ভিত্তিতে বে-কন্টেইনার টার্মিনাল-২ নির্মাণ; (জ) বন্দর প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। চট্টগ্রাম বন্দরের অধীনে মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সিভিল কন্সট্রাকশন কাজের জন্য জাপানের পেন্টাওশান কন্সট্রাকশন ও টোয়া কর্পোরেশন-এর সাথে প্যাকেজ-১ (২টি জেটি নির্মাণ)-এর চুক্তি গত ২২-০৪-২০২৫ তারিখে সম্পন্ন হয়েছে। মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্রবন্দরে প্যাকেজ-১ (২টি জেটি নির্মাণ) মাতারবাড়িতে গভীর সমুদ্র বন্দরের ড্রেজিং ও ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট নির্মাণের কাজ ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ১০% সম্পন্ন হবে। প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৯ পর্যন্ত। ১.২ পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের ৩য় সমুদ্র বন্দর। এটি প্রযুক্তিগতভাবে অত্যাধুনিক, বাণিজ্যিকভাবে লাভজনক এবং ব্যবসাবান্ধব করার লক্ষ্যে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। বন্দরটির পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রম আগামী জুনের মধ্যে শুরু হবে। সে লক্ষ্যে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষেরআন্ধারমানিক নদীর উপর ১১৮০ মিটার দৈর্ঘ্যের ব্রিজ নির্মাণ কাজ ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ১০০% সম্পন্ন করা হবে।	১. সকল অবকাঠামো নির্মাণকাজ চলমান থাকবে। মাতারবাড়ি গভীর সমুদ্র বন্দর নির্মাণ প্রকল্পের কাজ আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৩০% সম্পন্ন হবে। ২. প্রযোজ্য নয়।	১. ২০২৭-২৮ অর্থ বছরে উক্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জীভূত কাজ ৫০% সম্পন্ন হবে। ২. প্রযোজ্য নয়।
২	সমুদ্র বন্দরে সেবা সহজীকরণ ও দ্রুততম সময়ে সেবা প্রদান	১. বাংলাদেশে সমুদ্রবন্দর যথা: চট্টগ্রাম, মোংলা ও পায়রা বন্দরসমূহে ২৪ ঘণ্টা দেশি-বিদেশি জাহাজ থেকে কন্টেইনার, কার্গো ও জাহাজ হ্যান্ডলিং করা হয়। আমদানি-রপ্তানির প্রায় ৯৩ ভাগ কার্যক্রম সমুদ্রপথে হয়ে থাকে। গত ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ৩০০০ হাজার TEUs কন্টেইনার হ্যান্ডলিং, ১০৫০ লক্ষ মেট্রিক টন কার্গো হ্যান্ডলিং, ৪৫০০ টি জাহাজ হ্যান্ডলিং করা হয়েছিল। ২০২৫-২৬ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে যথাক্রমে: ৩১০০ হাজার TEUs কন্টেইনার, ১১৫০ লক্ষ মেট্রিক টন কার্গো, ও ৪৮০০টি জাহাজ হ্যান্ডলিং নির্ধারণ করা হয়েছে। এসব হ্যান্ডলিং সেবা আরও দ্রুত ও সহজতর করার জন্য ডিজিটাল পেমেন্ট সিস্টেম, অটোমেশন ব্যবস্থা এবং ৬ টি স্ক্যানার মেশিন স্থাপন করা হবে। ২. বন্দরের নিজস্ব স্লিপওয়েতে জাহাজ মেরামত সুবিধা উন্নততর পোর্ট সুবিধার নির্ণায়ক। চট্টগ্রাম বন্দরের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় বন্দরের স্লিপওয়েতে আগামী ০৩ বছরে মোট ১৫টি জাহাজ ডকিং করা হবে। ২০২৫-২৬ এ ৪টি জাহাজ ডকিং ও মেরামত করা হবে। এ কার্যক্রম বন্দরের সক্ষমতা বাড়বে এবং নিজেদের স্লিপওয়েতে কাজ করায় অর্থ সাশ্রয় হবে।	১. ২০২৬-২৭ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে যথাক্রমে: ৩১৫০ হাজার TEUs কন্টেইনার, ১২০০ লক্ষ মেট্রিক টন কার্গো, ও ৪৮৫০টি জাহাজ হ্যান্ডলিং। এসময়ে অটোমেশন কার্যক্রম উন্নততর করার লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। ২. নিজস্ব স্লিপওয়েতে ২০২৬-২৭ এ ৫টি জাহাজ ডকিং ও মেরামত করা হবে।	১. ২০২৭-২৮ অর্থ বছরে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে যথাক্রমে: ৩২০০ হাজার TEUs কন্টেইনার, ১২৫০ লক্ষ মেট্রিক টন কার্গো, ও ৪৯৫০টি জাহাজ হ্যান্ডলিং। ২। ২০২৭-২০২৮ অর্থবছরে মোট ৬ টি জাহাজ ডকিং ও মেরামত করা হবে।

<table>
<tr><th>পরিকল্পনার ক্রমিক</th><th>পরিকল্পনার কার্যক্রম</th><th colspan="3">বিস্তারিত পরিকল্পনা</th></tr>
<tr><th></th><th></th><th>১ম বছর (২০২৫-২৬)</th><th>২য় বছর (২০২৬-২৭)</th><th>৩য় বছর (২০২৭-২৮)</th></tr>
<tr><td>৩</td><td>বন্দরসমূহের নিজস্ব আয় ও সরকারি রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি।</td><td>নৌপরিবহন খাতের রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থাকে আরও কার্যকর ও গতিশীল করার চেষ্টা করা হচ্ছে। বন্দর পরিচালনা, জাহাজ নিবন্ধন, যাত্রী ও পণ্য পরিবহন, শুল্ক এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য পরিষেবা থেকেরাজস্ব সংগ্রহ বাড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে। এ লক্ষ্যে অটোমেশন এবং ডিজিটাল সেবার পরিধি বাড়ানো হবে। পরিকল্পনা অনুযায়ী ২০২৫-২৬ অর্থবছরে মন্ত্রণালয় ৩০০ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।এক নজরে ২০২৫-২৬ অর্থবছরের মূল বাজেট ও সংশোধিত বাজেট প্রাক্কলন (রাজস্ব আয়) (অংকসমূহ হাজার টাকায়)
<table>
<tr><th>প্রতিষ্ঠানের নাম</th><th>মূল বাজেট রাজস্ব আয় ২০২৫-২৬</th><th>সংশোধিত প্রস্তাবিত বাজেট ২০২৫-২৬</th></tr>
<tr><td>রাজস্ব আয়ের প্রাথমিক লক্ষ্যমাত্রা</td><td>২৫০০০০০</td><td></td></tr>
<tr><td>চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ</td><td>১৪৯,৬৫,০০</td><td>২০০,০০,০০</td></tr>
<tr><td>মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ</td><td>৩,০০,০০</td><td>৩,০০,০০</td></tr>
<tr><td>বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন</td><td>২০,০০,০০</td><td>২০,০০,০০</td></tr>
<tr><td>বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ</td><td>৩,০০,০০</td><td>৩,০০,০০</td></tr>
<tr><td>মোট রাষ্ট্রয়াত্ত প্রতিষ্ঠান:</td><td>১৭৫,৬৫,০০</td><td>২২৬,০০,০০</td></tr>
<tr><td>নৌপরিবহন অধিদপ্তর</td><td>১০,০০,০০</td><td>১০,০০,০০</td></tr>
<tr><td>নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর</td><td>২৫,০০</td><td>২৫,০০</td></tr>
<tr><td>সরকারি সমুদ্র পরিবহন অফিস</td><td>২,৫০,০০</td><td>২,৫০,০০</td></tr>
<tr><td>অভ্যন্তরীণ জাহাজ নিবন্ধন ও জরিপ কার্যলয়সমূহ</td><td>৩,৫০,০০</td><td>৩,৫০,০০</td></tr>
<tr><td>বাতিঘর পরিচালন</td><td>৪২,০০,০০</td><td>৪২,০০,০০</td></tr>
<tr><td>নৌবাণিজ্য দপ্তর</td><td>৮,০০,০০</td><td>৮,০০,০০</td></tr>
<tr><td>মোট নৌপরিবহন অধিদপ্তর: :</td><td>৬৬,২৫,০০</td><td>৬৬,২৫,০০</td></tr>
<tr><td>বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী, চট্টগ্রাম</td><td>৪,৫০,০০</td><td>৪,৫০,০০</td></tr>
<tr><td>বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী, বরিশাল</td><td>৫০,০০</td><td>৫০,০০</td></tr>
<tr><td>বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী, পাবনা</td><td>৫০,০০</td><td>৫০,০০</td></tr>
<tr><td>বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী, সিলেট</td><td>৫০,০০</td><td>৫০,০০</td></tr>
<tr><td>বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী, রংপুর</td><td>৫০,০০</td><td>৫০,০০</td></tr>
<tr><td>ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট, চট্টগ্রাম</td><td>১,৬০,০০</td><td>১,৬০,০০</td></tr>
<tr><td>মোট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান :</td><td>৮,১০,০০</td><td>৮,১০,০০</td></tr>
<tr><td>সর্বমোট=</td><td>২,৫০,০০,০০</td><td>৩০০,৩৫,০০</td></tr>
</table></td><td>ডিজিটাল সেবা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করার মাধ্যমে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধি প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। ২০২৬-২৭ বছরে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৩০০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।</td><td>২০২৭-২৮ বছরে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় কর্তৃক ৩০০ কোটি ৪৫ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।</td></tr>
<tr><td>৪</td><td>সমুদ্র বন্দরসমূহের নাব্যতা রক্ষায় ড্রেজিং কার্যক্রম চালু রাখা</td><td>১. চট্টগ্রাম বন্দরের কর্ণফুলী নেভিগেশনাল চ্যানেল ও জেটিসমূহের সম্মুখভাগে সংরক্ষণ ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে ৯ মিটার ড্রাফট বজায় রাখা একান্ত জরুরি। এ চ্যানেল দিয়ে আমদানি রপ্তানির সকল জাহাজ চলাচল করে। সে লক্ষ্যে আগামী ৩ বছরে বন্দরে মোট ৪০ লক্ষ ঘন মিটার ড্রেজিং করার পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ১২ লক্ষ ঘনমিটার ড্রেজিং কাজ সম্পন্ন করা হবে। এর মাধ্যমে অন্তত ৯ মিটার ড্রাফট বজায় রাখা সম্ভব হবে।

২. পায়রা সমুদ্রবন্দরে ইতোমধ্যে ইয়ার্ড, জেটিসহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে। আগামী বছর এ বন্দর পুরোপুরি কার্যক্রম শুরু করবে। এ লক্ষ্যে, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের রাবনাবাদ চ্যানেলের নাব্যতা অন্ততঃ ৯ মিটার বজায় রাখার লক্ষ্যে “পায়রা বন্দরের রাবনাবাদ চ্যানেলের রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং এবং হপার ড্রেজার ক্রয়” প্রকল্পের মাধ্যমে ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা এবং বন্দরের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় ড্রেজিং অব্যাহত রাখার জন্য হপার ড্রেজার ক্রয় করা হবে। আশা করা যায়, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রকল্পটির অনুমোদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে।</td><td>১. ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ১৩.৫০ লক্ষ ঘন মিটার কর্ণফুলী নেভিগেশনাল চ্যানেল ও জেটিসমূহের সম্মুখভাগে সংরক্ষণ ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে ৯ মিটার ড্রাফট বজায় রাখা সম্ভব হবে।

২. ২০২৬-২৭ অর্থবছরে প্রকল্পটি অব্যাহত থাকবে। প্রকল্পের অন্তর্গত ড্রেজিং কার্যক্রম ৩০% সম্পন্ন করা হবে।</td><td>১. আগামী ২০২৭-২৮ অর্থ বছরে ১৪.০০ লক্ষ ঘন মিটার কর্ণফুলী নেভিগেশনাল চ্যানেল ও জেটিসমূহের সম্মুখভাগে সংরক্ষণ ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে ৯ মিটার ড্রাফট বজায় রাখা সম্ভব হবে।

২. আগামী ২০২৭-২৮ অর্থবছরে বাকী ৭০% ড্রেজিং কার্যক্রম সম্পন্নকরণের মাধ্যমে ১০০% কাজ সম্পন্ন করা হবে। এবং ২টি হপার ড্রেজার সংগ্রহ সম্পন্ন করার মাধ্যমে পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের নিজস্ব ড্রেজিং পরিচালনার সক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব হবে।</td></tr>
</table>

পরিকল্পনার ক্রমিক	পরিকল্পনার কার্যক্রম	বিস্তারিত পরিকল্পনা		
		১ম বছর (২০২৫-২৬)	২য় বছর (২০২৬-২৭)	৩য় বছর (২০২৭-২৮)
৫	অভ্যন্তরীণ নৌপথ ও নৌ স্থাপনার উন্নয়ন	১. বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) এর কাজ হলো নৌ-পথ উন্নয়ন ও সংরক্ষণ এবং ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধাদি প্রদানের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌপরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ। বাংলাদেশে নদীসমূহে প্রচুর পলিমাটির মাধ্যমে ভরাটের প্রবণতা থাকায় অভ্যন্তরীণ নৌপথসমূহে সারা বছর নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে নৌ-চলাচল অব্যাহত রাখতে ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও সংরক্ষণ ড্রেজিং কার্যক্রম সচল রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নৌপথ সচল রাখতে নৌপথে নাব্যতা সংরক্ষণ ও নদী শাসনের জন্য ২০২৫-২৬ বছরে ৮০ কি. মি. ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও ২২০ লক্ষ ঘনমিটার সংরক্ষণ ড্রেজিং কার্যক্রমের লক্ষ্যমাত্রানির্ধারণ করা হয়েছে। ২. দেশের অভ্যন্তরীণ গুরুত্বপূর্ণ নৌপথসমূহে সারা বছর নিরাপদ ও নির্বিঘ্নে যাত্রী ও পণ্যবাহী নৌযান (কার্গোসহ) চলাচল ও নৌ-দুর্ঘটনা এড়াতে নৌ-পথে নৌ-সহায়ক সামগ্রী স্থাপন ও মেরামত করাআবশ্যক। সেজন্য,নৌ-পরিচালনের সুবিধার্থে অভ্যন্তরীণ নদী পথে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ২৫,৫০০টিমার্কা, বয়াবাতি, বিকন-বাতিসহ নৌ-সহায়ক সামগ্রী স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে । ৩. অভ্যন্তরীণ গুরুত্বপূর্ণ নৌ-পথের নাব্যতা বজায় রাখতে ও নদীর তলদেশের গভীরতা/অবস্থার প্রোফাইল তৈরিতে হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ কাজ পরিচালনা করা হয়। এছাড়া সমীক্ষা, গবেষণামূলক ইত্যাদি কাজে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/তৃতীয় পক্ষের চাহিদার আলোকে এই হাইড্রোগ্রাফিক জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত ডাটা হাইপ্যাক সফটওয়্যার ব্যবহার করে ম্যাপ/চার্ট তৈরি ও প্রকাশ করা হয়। ২০২৫-২৬ বছরে ২৭০০ কি. মি.নৌ-পথের হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ ও চার্ট প্রকাশের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ৪. দুর্যোগপূর্ণ সময়ে যথাযথ আবহাওয়া বার্তা প্রদান দুর্যোগ সংক্রান্ত জান-মালের ক্ষতি বহুলাংশে কমিয়ে আনে। এজন্য, আবহাওয়া অধিদপ্তর থেকে প্রাপ্ত সতর্কবার্তা অনুযায়ী বিআইডব্লিউটিএ অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী নৌযান ও পণ্যবাহী জাহাজগুলোকে গুরুত্বপূর্ণ সিগন্যাল/সতর্ক সংকেত প্রদান করে। এসব সংকেত প্রদান কার্যক্রম বহুল প্রচারের লক্ষ্যে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। দুর্যোগ পূর্ববর্তি প্রস্তুতি হিসেবে প্রচার মহড়া পরিচালনা করা হবে। নদীবন্দরসমূহে আবহাওয়া-সংক্রান্ত সংকেত পরিবেশন কার্যক্রম ২০২৫-২৬ অর্থবছরে শতভাগ পরিচালনা করা হবে। ৫. এছাড়া, নদীবন্দরসমূহে জেটি, ঘাট, বন্দর ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীন নৌ যোগাযোগ ও প্রটোকল রুটে পণ্য পরিবহন গতিশীল করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। চিলমারী এলাকায় (রমনা, জোড়গাছ, রাজিবপুর, রৌমারি নয়ারহাট) নদীবন্দর নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় (১) রংপুর বিভাগের অপেক্ষাকৃত সুবিধাবঞ্চিত কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, রংপুর ও গাইবান্ধা জেলার কতিপয় এলাকায় নদীবন্দর নির্মাণ শুরু হয়েছে। এটি নৌ-বাণিজ্য ও প্রটোকল চুক্তির আওতায় নেপাল ও ভুটান এবং ভারতের আসামের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নীতকরণে অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে এ প্রকল্পের ৩৫% কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত। মিরসরাই, চট্টগ্রাম -এ নির্মিতব্য অর্থনৈতিক অঞ্চলে প্রবেশের লক্ষ্যে চট্টগ্রাম মিরসরাই ও সন্দীপ, কক্সবাজারের সোনাদিয়া দ্বীপ ও টেকনাফ (সাবরাং ও জালিয়ার দ্বীপ) অংশের জেটিসহ আনুষঙ্গিক স্থাপনা নির্মাণ প্রকল্পের সুবিধাদি নির্মাণ কার্যক্রম ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রকল্পের ২৫% কাজ শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০২৩ হতে ডিসেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত।	১. নাব্যতা সংরক্ষণ কার্যক্রম চলমান থাকবে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ১০ কি. মি. ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও ২৪০ লক্ষ ঘনমিটার সংরক্ষণ ড্রেজিং কার্যক্রমেরলক্ষ্যমাত্রানির্ধারণ করা হয়েছে। ২. ধারাবাহিকাবে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ২৫,৬০০টিনৌ-সহায়কসামগ্রী স্থাপনেরলক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ৩. হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ রিপোর্ট ও চার্টপ্রকাশ একটি চলমান ও ধারাবাহিক কাজ বিধায় ২০২৬-২৭ বছরে ২৮০০ কি. মি. নৌ-পথের হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ ও চার্ট প্রকাশের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ৪. একইভাবে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে প্রচারণা শতভাগ পরিচালনা করা হবে। ৫. জেটি, ঘাট, বন্দর ও অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণকাজ	১. আগামী ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ১২০ কি. মি. ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও ২৬০ লক্ষ ঘনমিটার সংরক্ষণ ড্রেজিং কার্যক্রমেরলক্ষ্যমাত্রানির্ধারণকরা হয়েছে। ২. একইভাবে ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ২৫,৭০০টি নৌ-সহায়ক সামগ্রী স্থাপনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ৩. একইভাবে,২০২৫-২৬ বছরে ২৯০০ কি. মি. নৌ-পথের হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ ও চার্ট প্রকাশের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ৪. ২০২৭-২৮ অর্থবছরে প্রচারণা শতভাগ পরিচালনা করা হবে। ৫. ২০২৭-২৮ অর্থবছরে উভয় প্রকল্পের ১০০% কার্যক্রম শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

পরিকল্পনার ক্রমিক	পরিকল্পনার কার্যক্রম	বিস্তারিত পরিকল্পনা		
		১ম বছর (২০২৫-২৬)	২য় বছর (২০২৬-২৭)	৩য় বছর (২০২৭-২৮)
৬	নতুন বাণিজ্যিক জাহাজ বিএসসির বহরে যুক্ত করা	১. বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) কাজ হলো আন্তর্জাতিক নৌপথে নিরাপদ ও দক্ষ শিপিং সেবা প্রদান করাসহ এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও সহযোগী সকল প্রকার কার্য সম্পাদন করার মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নে অবদান রাখা। সে লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সমুদ্র পরিবহনের ক্ষেত্রে জাহাজ অর্জনের মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মুখ্য শিপিং কোম্পানীতে উন্নীত হওয়া ও দক্ষ নৌসেবা প্রদান করে দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে বিএসসি'র বহরে জাহাজ সংখ্যা বৃদ্ধি করা অপরিহার্য। বিএসসি তথা সরকারের কৌশলগত সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১ম বছর (২০২৫-২৬) বিএসসি'র নিজস্ব অর্থায়নে দুটি বাল্ক জাহাজ (প্রতিটি প্রায় ৬৩,৫০০ ডিডব্লিউটি ক্ষমতা সম্পন্ন) কেনার কার্যক্রম সম্পূর্ণরুপে শেষ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২. বিএসসি'র ৩টি ট্যাংকার জাহাজ ও ২টি বাল্ক ক্যারিয়ার জাহাজ রয়েছে। আরও দুটি বাল্ক ক্যারিয়ার জাহাজ বহরে সংযোজিত হচ্ছে। এভাবে মোট ৭টি জাহাজ দ্বারা লক্ষ্যমাত্রা ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৭.৫ লক্ষ মেট্রিক টন নির্ধারণ করা হয়েছে।	১. ২০২৬-২৭ অর্থবছরে জাহাজ অর্জনের জন্য গৃহীত বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়নপূর্বক কমপক্ষে ০৩ টি জাহাজ অর্জনের ৫০% কার্যক্রম সম্পন্ন (Keel Laying) করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	১. ২০২৭-২৮ অর্থবছরে উক্ত ৩ টি জাহাজের ৭৫% (Worksfor Construction) কার্যক্রম সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২. ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ১৪ লক্ষ মেট্রিক টন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
৭	স্থলবন্দরসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি	১. বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের কাজ হলো স্থলবন্দর অবকাঠামো উন্নয়ন, পণ্য-ওঠা-নামা ও সংরক্ষণে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বে অপারেটর নিয়োগের মাধ্যমে দক্ষ ও সাশ্রয়ী সেবা প্রদান। সে লক্ষ্যে তামাবিল ও আখাউড়া স্থলবন্দরের ইয়ার্ড ও ওয়্যারহাউজের অবকাঠামো উন্নয়ন 'বাংলাদেশ রিজিওনাল কানেক্টিভিটি প্রজেক্ট: ১' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় তামাবিল ও আখাউড়া স্থলবন্দরের ইয়ার্ড ও ওয়্যারহাউজের অবকাঠামো নির্মাণের মধ্যে ক.প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল নির্মাণ; খ.সাধারণ পণ্য সংরক্ষণের জন্য গুদাম; গ. ট্রাক পার্কিং এরিয়া, অভ্যন্তরীন রাস্তা ও নিরাপত্তা প্রাচীর নির্মাণ; ঘ. স্থলবন্দর এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের আবাসিক ভবন নির্মাণ; ২০২৫-২৬ বছরে ২০% সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে। ২. বেনাপোল বন্দরে বিপজ্জনক দ্রব্যের নিরাপদ সংরক্ষণের লক্ষ্যে বিশেষ ওয়্যারহাউজ নির্মাণে 'এক্সেলেরেটিং ট্রান্সপোর্ট এন্ড ট্রেড কানেক্টিভিটি ইন ইস্টার্ন সাউথ এশিয়া (একসেস)-বাংলাদেশ ফেজ ১ (বিএলপিএ কম্পোনেন্ট)' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বেনাপোল স্থলবন্দরে বিপজ্জনক দ্রব্যের নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য একটি কেমিক্যাল গোডাউন নির্মাণ করা হবে। এছাড়াও তামাবিল স্থলবন্দরে সাউথ এশিয়া সাব-রিজিউনাল ইকোনমিক কো অপারেশেন (সাসেক) ইন্টিগ্রেটেড ট্রেড ফ্যাসিলিটেশন সেক্টর ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট BLPA অংশ প্রকল্পের আওতায় বিপজ্জনক দ্রব্যের নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে মধ্যে ১০% কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	১. স্থলবন্দরসমূহের অবকাঠামো উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম চলমান থাকবে। এ অর্থবছরে আখাউড়া স্থলবন্দরের ইয়ার্ড ও ওয়্যারহাউজের অবকাঠামো নির্মাণ ৪০% সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে। ২. ২০২৬-২৭ অর্থবছরের মধ্যে বিপজ্জনক দ্রব্য সংরক্ষণের জন্য বিশেষায়িত গোডাউন নির্মাণ কাজ ৩০% সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	১. আগামী ২০২৭-২৮ বছরে এ প্রকল্পের কাজ ১০০% সম্পন্ন করার পরিকল্পনা রয়েছে। ২. আগামী ২০২৭-২৮ অর্থবছরের মধ্যে ১০০% কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
৮	আইন ও নীতি সংস্কার ও হালনাগাদকরণ	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সময়ের চাহিদার সাথে সাথে বিদ্যমান নীতি, আইন, প্রবিধান সংস্কারের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। মন্ত্রণালয় ও আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার আইন ও নীতি সংস্কার কার্যক্রম দ্রুততার সাথে চলমান রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ১. মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের নিয়োগ, পদোন্নতি ও অন্যান্য প্রশাসনিক কার্যক্রম আরও সহজ, কার্যকর ও বাস্তব প্রয়োগযোগ্য করার লক্ষ্যে প্রবিধানমালা সংস্কার কার্যক্রম ধাপে ধাপে বাস্তবায়ন করা হবে। ১ম বছর (২০২৫-২৬) বিদ্যমান প্রবিধানমালার পর্যালোচনা, ঘাটতি চিহ্নিতকরণ এবং সংস্কারের রূপরেখা প্রণয়ন করা হবে। ২. নৌপরিবহন সেক্টরের বাণিজ্যিক খাত সম্প্রসারণ একটি অন্যতম লক্ষ্য। এ খাতের সম্প্রসারণ ও উন্নয়নের লক্ষ্যে নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২৫-২৬ অর্থবছরেMerchant Shipping Ordinance/Act ২০২৫ (MSO) প্রণয়নের জন্য এর খসড়া চূড়ান্তকরে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। ৩. ২০২৬-২৭ অর্থবছরেনাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক-কল্যাণ পরিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধি-২০০৬ সংশোধনের লক্ষ্যে সংশোধিত খসড়া প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	১. ২০২৬-২৭ অর্থবছরে খসড়া প্রবিধানমালা প্রস্তুত, সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের মতামত গ্রহণ ও আইনগত ভিত্তি যাচাই করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। ২.২০২৬-২৭ অর্থবছরেপ্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রণীত খসড়া অভ্যন্তরীন প্রক্রিয়া সম্পাদন শেষেঅনুমোদনের জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। ৩. আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরেনাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধি-২০০৬ সংশোধন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় ও অর্থ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে।	১. ২০২৭-২৮ অর্থবছরে চূড়ান্ত প্রবিধানমালা অনুমোদন, প্রকাশ এবং বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। ২. ২০২৭-২৮ অর্থবছরে Merchant Shipping Ordinance/Act ২০২৫ (MSO) চূড়ান্ত অনুমোদন গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ৩. ২০২৭-২৮ অর্থবছরেনাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধি-২০০৬ সংশোধন, চূড়ান্ত অনুমোদন ও বাস্তবায়নের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হবে।

পরিকল্পনার ক্রমিক	পরিকল্পনার কার্যক্রম	বিস্তারিত পরিকল্পনা		
		১ম বছর (২০২৫-২৬)	২য় বছর (২০২৬-২৭)	৩য় বছর (২০২৭-২৮)
৯	উপকূলীয় নৌরুটে যাত্রীসেবা প্রদানের লক্ষ্যে নতুন জলযান সংযোজন	১. বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি) এর কাজ হল নৌপথে যাত্রীবাহী ও পণ্যবাহী নৌযান পরিচালনার মাধ্যমে দেশের মূল ভূখন্ড, উপকূলীয় এলাকাসহ দ্বীপাঞ্চলের মধ্যে এবং আন্তর্জাতিক নৌপথে নিরাপদ যাত্রী/ক্রুজ সার্ভিস প্রদান ও মালামাল পরিবহন । দেশের সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা নিরবচ্ছিন্ন রাখতে গুরত্বপূর্ণ নদী সংযোগে ফেরি সার্ভিস পরিচালনা করা। সে পরিপ্রেক্ষিতে উপকূলীয় যাত্রীবাহী সার্ভিস সম্প্রসারণের জন্য ২০২৫-২৬ অর্থবছরে হাতিয়ার বয়ারচর চেয়ারম্যান ঘাট হতে নলচিরা রুটে নতুন জাহাজ সংযোজন বিষয়ে চেয়ারম্যান ঘাট-হাতিয়া (নলচিরা) নৌরুটে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ১টি জাহাজ সংযোজন করা হবে।	১. উক্ত রুটে চাহিদা বিশ্লেষণ করে ২০২৬-২৭ অর্থবছরে নতুন আরেকটি জাহাজ সংযোজন করা হবে।	১. ধারাবাহিকভাবে, ২০২৭-২৮ অর্থবছরে উক্ত উপকূলীয় রুটে নতুন আরো একটি জাহাজ সংযোজন করা হবে।
১০	ডিজিটাইজেশন ও অটোমেশন	সেবা প্রদান কার্যক্রমে আন্তর্জাতিক মান নিশ্চিত করা এবং স্বচ্ছতা ও দক্ষতার সাথে অভ্যন্তরীন ও জনসেবা নিশ্চিত করা, এবং মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিস্তারিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। তন্মধ্যে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমগুলো উল্লেখযোগ্য- ১. মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের জন্য একটি আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর স্মার্ট ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করা হবে, যার মাধ্যমে বন্দরের জমি ব্যবস্থাপনা, নথি সংরক্ষণ, লিজ প্রদান ও ভূমি রাজস্ব আদায় কার্যক্রমকে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে রূপান্তর করা হবে। ২০২৫-২৬ অর্থবছর কার্যক্রমটির পরিকল্পনা, প্রয়োজন বিশ্লেষণ, সফটওয়্যার ডিজাইন, প্রাক্কলন অনুমোদন, দরপত্র আহবান এবং ডেটা সংগ্রহ সম্পন্ন হবে। এর মাধ্যমে ২০% কাজ শেষ হবে। এ ব্যবস্থার মাধ্যমে মোংলা বন্দরের নিজস্ব সম্পদ ব্যবস্থাপনা নির্ভুল ও গতিশীল হবে। ২. বিআইডব্লিউটিএর প্রায় ৫০০০ এর অধিক কর্মকর্তা কর্মচারীর তথ্য সংরক্ষণ এবং তথ্য ব্যবস্থাপনার জন্য ২০২৫-২৬ অর্থবছরে HumanResources Management System (HRMS) সফটওয়্যার প্রস্তুত কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। ৩. Maritime Single Window (MSW) সিস্টেম আন্তর্জাতিক মেরিটাইম বাণিজ্য সম্প্রসারণ ও মেরিটাইম কমপ্লায়েন্স নিশ্চিতকরণে অত্যন্ত জরুরি। এটি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২৫-২৬ অর্থবছরেMaritime Single Window (MSW) সিস্টেম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষে Inception & Software Requirements Specification (SRS) Report চূড়ান্তকরণের মাধ্যমে আগামী ৩০-০৬-২০২৬ তারিখে স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন দাখিল করা হবে। ৪. বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের ফ্লিট ডিজিটালাইজেশনে (১) Cloud Fleet Management (CFM) Software পাইলটিং ও (২) জাহাজের ক্লাউড-বেজড এসএমএস প্রণয়ন ও হালনাগাদকরণ CFM: কর্পোরেশনের সকল জাহাজ ও কার্যালয়ের জন্য ক্লাউডভিত্তিক ফ্লিট ম্যানেজমেন্ট সফটওয়্যার (CFM) বাস্তবায়ন করা হবে, যা অপারেশন, রক্ষণাবেক্ষণ ও ডেটা সংরক্ষণ কার্যক্রমকে ডিজিটালি সমন্বিত করবে। এর মাধ্যমে ফ্লিটের কার্যক্ষমতা ও রক্ষণাবেক্ষণ তদারকি আরও কার্যকরভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে।	১. আগামী ২০২৬-২৭ সিস্টেম উন্নয়ন, সার্ভার স্থাপন, ডেটাবেস তৈরি, প্রশিক্ষণ ও পরীক্ষামূলক চালুর মাধ্যমে সফটওয়্যারের ৬৫% অগ্রগতি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২. ২০২৬-২৭ অর্থবছরে HumanResources Management System (HRMS) পরিবীক্ষণ, ফিডব্যাক গ্রহণ, মূল্যায়ন, আপগ্রেডেশন ও ডাটা এন্ট্রি কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। ৩. ২০২৬-২৭ অর্থবছরেMaritime Single Window (MSW) সিস্টেম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষে Inception & Software Requirements Specification (SRS) Report চূড়ান্তকরণের মাধ্যমে ৭০% কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। ৪. বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের ফ্লিট ডিজিটালাইজেশনে সকল ফ্লিট এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে সিএফএম ২০২৬-২৭ অর্থবছরে বাস্তবায়ন করা হবে।	১. আগামী ২০২৭-২৮ পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়ন, প্রশিক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ব্যবস্থা ও মনিটরিং মেকানিজম চালু করে ১০০% কাজ সম্পন্ন করা হবে। এই উদ্যোগের মাধ্যমে বন্দরের জমি ব্যবস্থাপনা স্বচ্ছ ও দ্রুত সেবামুখী হবে এবং ভূমি-সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে তথ্যভিত্তিক কার্যক্রম নিশ্চিত করা সম্ভব হবে। ২. ২০২৭-২৮ অর্থবছরে HumanResources Management System (HRMS) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বদলি, পদোন্নতি, ছুটি, উপস্থিতি এবং এসিআর সংক্রান্ত বিষয়ে পেপারলেস কার্যক্রম পরিচালনা করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ৩. ২০২৭-২৮ অর্থবছরেMaritime Single Window (MSW) সিস্টেম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষে Inception & Software Requirements Specification (SRS) Report চূড়ান্তকরণের মাধ্যমে ১০০% কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। ৪. বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের ফ্লিট ডিজিটালাইজেশন করে পরিপূর্ণভাবে CFM Software এর মাধ্যমে ২০২৭-২৮ অর্থবছরে জাহাজগুলো পরিচালনা করা হবে।

পরিকল্পনার ক্রমিক	পরিকল্পনার কার্যক্রম	বিস্তারিত পরিকল্পনা		
		১ম বছর (২০২৫-২৬)	২য় বছর (২০২৬-২৭)	৩য় বছর (২০২৭-২৮)
১১	মেরিটাইম শিক্ষা ও চাকুরী সম্প্রসারণ	১. বর্তমানে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি মোট ৫ (পাঁচ) টি। মেরিন একাডেমির কাজ হলো আন্তর্জাতিকমানের উন্নত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে মেরিটাইম সেক্টরে দক্ষ, মেধাবী এবং ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম বিশ্বমানের মানবসম্পদ গড়ে তোলা। মেরিন একাডেমিসমূহSTCW Convention অনুযায়ী দক্ষ, পরিবেশ সচেতন ও চৌকস ক্যাডেট অফিসার তৈরি করে। এ লক্ষ্যে ২ বছর মেয়াদি প্রাক-সমুদ্রগামী প্রশিক্ষণ বা প্রি-সি (Pre-Sea) সমুদ্রগামী ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ প্রদান চলমান রয়েছে। ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে মোট প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা ৫০০জন। ২. বর্তমানে দেশে দুইটি ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট রয়েছে। এসব ইন্সটিটিউটে বাংলাদেশী নাগরিকদের প্রি-সি, পোস্ট সি প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে নৌজনশক্তি হিসাবে গড়ে তুলে নিরাপদ ও দক্ষতার সাথে জাহাজ পরিচালনার জন্য বিশ্ব নৌ-বহরে রেটিং (নাবিক) সরবরাহ উপযোগী করা হয়। ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট সমুদ্রগামী জাহাজের নাবিকদের বিভিন্ন এনিসিলিয়ারি কোর্সসহ পোস্ট-সি কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে । এ কোর্সসমূহ সারা বছরব্যাপী বিভিন্ন মেয়াদে প্রদান করা হয়। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৩০০০জন নাবিককে পোস্ট-সি কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ৩. On-board training/Sea Time পরবর্তী সময়ে সুনির্দিষ্ট বিষয়ে তাত্ত্বিক ও বিশেষ করে প্রায়োগিক দক্ষতা অর্জনের জন্য কতিপয় বেসিক কোর্স (এন্সিলিয়ারি কোর্স) (PST, EFA, PSSR, FP&FF, SAT, DSD ইত্যাদি) এবং প্রিপারেটরি কোর্সে (যেমন BTBRM, CLASS ২ & ৩, AFF, PMFA, ENS, GMDSS, HVOL, ERMLT, Preparatory Class ৩ (Motor), Engineering Workshop ইত্যাদি) প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজন হয়। আগামী ৩ বছরে সমুদ্রগামী ক্যাডেটদের সমুদ্রযাত্রার পূর্বে বেসিক কোর্স (এন্সিলিয়ারি কোর্স) ও সমুদ্রস্তোর মেরিনারদের প্রিপারেটরি কোর্সের প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে মোট ৩,২৪০জন। তন্মধ্যে চলমান ২০২৫-২৬ অর্থবছরে মোট ১,৬০০ জনকে প্রশিক্ষিত করা হবে। ৪. সফলভাবে মেরিন ক্যাডেট ও নাবিকদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে নতুন ৪টি মেরিন একাডেমিতে একটি প্রকল্পের আওতায় সিমুলেটর স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।চলমান অর্থবছরে সিমুলেটর স্থাপন কাজের ২০% সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ৫. চট্টগ্রাম মেরিন একাডেমির অবকাঠামোগত পুনর্গঠনের মাধ্যমে আধুনিকীকরণ ও বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে একটি প্রকল্পের আওতায় ওয়ার্কশপ, Survival Station, Swimming pool, Radar Building ইত্যাদি আধুনিকায়নকাজ হাতে নেয়া হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রকল্পের ৩০ ভাগ কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে।	১. ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে অর্থবছরে ক্রমপুঞ্জিভূত প্রশিক্ষণ লক্ষ্যমাত্রা ৫৫০জন । ২. আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৩১০০ জন নাবিককে পোস্ট-সি কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ৩. আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ক্রমপুঞ্জিভূত লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে মোট ১,৮০০ জন। ৪. ২০২৬-২৭ অর্থবছরে সিমুলেটর স্থাপনের ৫০% কাজ সম্পন্ন হবে। ৫. ২০২৬-২৭ অর্থছরে প্রকল্পের ৭০ ভাগ কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে।	১. আগামী ২০২৭-২০২৮ সালে গ্রাজুয়েশন প্যারেড অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৩ বছরের ক্রমপুঞ্জিভূত লক্ষ্যমাত্রা হিসেবে মোট ৬০০জন ক্যাডেটের প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হবে। ২. আগামী ২০২৭-২৮অর্থবছরে ৩২০০ জন নাবিককে পোস্ট-সি কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ৩. ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ক্রমপুঞ্জিভূত লক্ষ্যমাত্রায় মোট ২,০০০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ৪. এ অর্থবছরে ১০০% সিমুলেটর স্থাপন (Installation of Simulator) টেস্টিং ও কমিশনিং সম্পাদন সম্পন্ন হবে। প্রশিক্ষণ ও সার্টিফিকেশন কার্যক্রম সম্পন্নকরা হবে। প্রশিক্ষণার্থীরা পূর্ণাঙ্গভাবে সিমুলেটর ব্যবহার করে শিক্ষা গ্রহণ করতে সক্ষম হবে। ৫. ২০২৭-২৮ অর্থবছরে চলমান “অবকাঠামো-গত পুনর্গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রামের আধুনিকীকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের শতভাগ (১০০%) কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত হয়েছে।
১২	নৌযান নিবন্ধন ও নাবিকদের সিডিসি প্রদান সহজীকরণ	১. জাহাজে কর্মরত কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ও সনদ প্রদান এবং নৌ-বাণিজ্যের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অভ্যন্তরীণ নৌনিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নৌযানের নিবন্ধন/সার্ভে/নকশা/নামকরণ প্রভৃতি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অনুমোদন ও সনদ প্রদান এবংনৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক জাহাজ মালিকদের জাহাজের নিবন্ধন/সার্ভের আবেদন **১০ দিনের** মধ্যে শতভাগ নিষ্পত্তি করা হবে। ২. নাবিকদের দেশি ও বিদেশি জাহাজে চাকরির সুবিধার জন্য নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক ২০২৫-২৬ অর্থবছরেনাবিকদের পরীক্ষা গ্রহণ/সনদ/সিডিসি ও নিয়োগ-সংক্রান্ত আবেদন ৭ দিনের মধ্যে শতভাগ নিষ্পত্তি করা হবে।	১.২০২৬-২৭ অর্থবছরেজাহাজ মালিকদের জাহাজের নিবন্ধন/সার্ভের আবেদনের সকল কাগজপত্র সঠিক পাওয়া সাপেক্ষে **৮ দিনের** মধ্যে শতভাগ আবেদননিষ্পত্তি করা হবে। ২. ২০২৬-২৭ অর্থবছরেনাবিকদের পরীক্ষা গ্রহণ/সনদ/সিডিসি ও নিয়োগ-সংক্রান্ত আবেদন ৫ দিনের মধ্যে শতভাগ নিষ্পত্তি করা হবে।	১. নৌপরিবহন অধিদপ্তর কর্তৃক২০২৭-২৮ অর্থবছরেজাহাজ মালিকদের জাহাজের নিবন্ধন/সার্ভের আবেদনের সকল কাগজপত্র সঠিক পাওয়া সাপেক্ষে **৬ দিনের** মধ্যে শতভাগ আবেদননিষ্পত্তি করা হবে। ২. ২০২৭-২৮ অর্থবছরেনাবিকদের পরীক্ষা গ্রহণ/সনদ/সিডিসি ও নিয়োগ-সংক্রান্ত আবেদন ৩ দিনের মধ্যে শতভাগনিষ্পত্তি করা হবে।
১৩	শূন্যপদে জনবল নিয়োগ	মন্ত্রণালয়/দপ্তর-সংস্থায় সেবা প্রদান ব্যবস্থা গতিশীল করা এবং উপযুক্ত, যোগ্য, মেধাবী চাকুরি প্রার্থীদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় /আওতাধীন দপ্তর-সংস্থায় ২০০ টি শূন্যপদ (১৩-২০তম গ্রেড) পূরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	আগামী ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় /আওতাধীন দপ্তর -সংস্থায় ৩০০ টি শূন্যপদ (১৩-২০তম গ্রেড) পূরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	আগামী ২০২৭-২০২৮ অর্থবছরে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় /আওতাধীন দপ্তর-সংস্থায় ৪০০ টি শূন্যপদ (১৩-২০তম গ্রেড) পূরণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।
১৪	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকরণ	মন্ত্রণালয়/আওতাধীন দপ্তর-সংস্থায় বিদ্যমান অডিট আপত্তি ক্রমপুঞ্জিভূত অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে দ্বিপক্ষীয় ও ত্রিপক্ষীয় সভা আয়োজন করার প্রয়োজন হয়। এসব সভার মাধ্যমে আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রম ত্বরান্বিত হয়। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রম গতিশীল করার লক্ষ্যে ২০২৫-২০২৬ অর্থবছরে বিদ্যমান অডিট আপত্তির মোট ১৫টি নিষ্পত্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	আগামী ২০২৬-২০২৭ অর্থবছরে মোট ৩০টি আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	আগামী ২০২৭-২০২৮ অর্থবছরে মোট ৪০টি আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

পরিকল্পনার ক্রমিক	পরিকল্পনার কার্যক্রম	বিস্তারিত পরিকল্পনা		
		১ম বছর (২০২৫-২৬)	২য় বছর (২০২৬-২৭)	৩য় বছর (২০২৭-২৮)
১৫	কর্মকর্তা কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধি	মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে প্রয়োজনীয় বিশেষ প্রশিক্ষণের বিষয়ে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ১০টি প্রশিক্ষণ আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	আগামী ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ২০টি প্রশিক্ষণ আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।	আগামী ২০২৭-২৮ অর্থবছরে ২৫টি প্রশিক্ষণ আয়োজনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।

সংযোজনী ৩
কর্মসম্পাদন ও প্রমাণক (Performance and proof)

ক্রমিক নং	কার্যক্রম (ফলাফল নির্দেশক)	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রমাণক
১	সমুদ্র বন্দরসমূহে কন্টেইনার হ্যান্ডলিং	স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন
২	সমুদ্র বন্দরসমূহে কার্গো হ্যান্ডলিং	স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন
৩	সমুদ্র বন্দরসমূহে জাহাজ হ্যান্ডলিং	স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন
৪	নৌ পরিচালনের সুবিধার্থে অভ্যন্তরীণ নদী পথে মার্কা, বয়াবাতি, বিক-বাতিসহ নৌ-সহায়ক সামগ্রী স্থাপন	স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন
৫	উপকূলীয় যাত্রীবাহী সার্ভিস সম্প্রসারণের জন্য হাতিয়ার বয়ারচর চেয়ারম্যান ঘাট হতে নলচিরা রুটে নতুন জাহাজ সংযোজন।	স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন
৬	প্রি-সি সমুদ্রগামী ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ প্রদান	স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন
৭	নদীবন্দরসমূহে আবহাওয়া-সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন	স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন
৮	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের নিজস্ব জাহাজে পণ্য পরিবহন	স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন
৯	অভ্যন্তরীণ নৌ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নৌযানের নিবন্ধন/সার্ভে/নকশা/নামকরণ প্রভৃতি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি	স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন
১০	নাবিকদের পরীক্ষা গ্রহণ/সনদ/সিডিসি ও নিয়োগ সংক্রান্ত আবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি	স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন
১১	পোস্ট-সি মেরিনারদের প্রশিক্ষণ প্রদান	স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন
১২	মেরিনারদের বিশেষায়িত কোর্সের প্রশিক্ষণ প্রদান	স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন
১৩	নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধি-২০০৬ প্রণয়ন	খসড়া তৈরি/সংশোধন ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ও স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন।
১৪	Merchant Shipping Ordinance ২০২৫ (MSO), প্রণয়ন।	খসড়া তৈরি/সংশোধন ও প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ ও স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন
১৫	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রবিধানমালা সংস্কার	বিদ্যমান প্রবিধানমালার পর্যালোচনা, ঘাটতি চিহ্নিতকরণ এবং সংস্কারের রূপরেখা প্রণয়ন করা হবে, স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন।
১৬	বিএসসি'র পরিচালন-অপরিচালন আয়	স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন
১৭	Maritime Single Window (MSW) সিস্টেম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষে Inception & Software Requirements Specification (SRS) Report চূড়ান্তকরণ।	স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন
১৮	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের জন্য একটি আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর স্মার্ট ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুর লক্ষ্যে সফটওয়্যার, ডিজাইন ও তথ্য সংগ্রহ	স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন
১৯	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের বহরে নতুন জাহাজ যুক্তকরণ	২ টি জাহাজ অর্জন ও স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন

ক্রমিক নং	কার্যক্রম (ফলাফল নির্দেশক)	লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রমাণক
২০	শূন্য পদে (১৩-২০তম গ্রেড) জনবল নিয়োগ সম্পন্নকরণণ	স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন
২১	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মোট রাজস্ব আদায় (NTR)	স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন
২২	নবনির্মিত ৪ (চার)টি মেরিন একাডেমিতে সিমুলেটর ও সংশ্লিষ্ট সুবিধাদি স্থাপন প্রত্যেকের টেন্ডার আহবান ও মূল্যায়ন	টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন
২৩	কর্ণফুলী নেভিগেশনাল চ্যানেল ও জেটিসমূহের সম্মুখভাগে সংরক্ষণ ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে ৯ মিটার ড্রাফট বজায় রাখা	স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন
২৪	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি	স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন
২৫	মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে বিশেষ প্রশিক্ষণ আয়োজন।	স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন
২৬	মাতারবাড়িতে গভীর সমুদ্র বন্দরের ড্রেজিং ও ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কাজ। প্রকল্পের নাম: মাতারবাড়ি পোর্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৯ পর্যন্ত।	সিভিল কন্সট্রাকশন এর জন্য ১০% ও স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন
২৭	পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের রাবনাবাদ চ্যানেলের নাব্যতা ৯ মিটার অর্জনের লক্ষ্যে প্রকল্প অনুমোদন	ড্রেজিং প্রকল্প অনুমোদন ও স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন
২৮	তামাবিল ও আখাউরা স্থলবন্দরের ইয়ার্ড ও ওয়্যারহাউজের অবকাঠামো উন্নয়ন	স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন
২৯	নৌপথে নাব্যতা সংরক্ষণ ও নদী শাসনের লক্ষ্যে ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও সংরক্ষণ ড্রেজিং কার্যক্রম	স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন
৩০	পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের আন্দারমানিক নদীর উপর ১১৮০ মিটার দৈর্ঘ্যের ব্রীজ নির্মাণ।	স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন
৩১	চিলমারী এলাকায় (রমনা, জোড়গাছ, রাজিবপুর, রৌমারি নয়ারহাট) নদীবন্দর নির্মাণ। প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত।	স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন
৩২	চট্টগ্রাম মিরসরাই জেটি নির্মাণের দরপত্র অনুমোদন এবং সন্দীপ কক্সবাজারের সোনাদিয়া দ্বীপ ও টেকনাফ অংশের জেটির ২৫% নির্মাণ।	স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন

সংযোজনী ৪

অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট/নির্ভরশীল কার্যক্রমসমূহ (Activities related/dependent to other offices)

ক্রমিক নং	কার্যক্রম (ফলাফল নির্দেশক)	যেসকল অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট/নির্ভরশীল	সংশ্লিষ্ট/নির্ভরশীল অফিসের সঙ্গে কার্যক্রম সমন্বয়ের কৌশল
১	সমুদ্র বন্দরসমূহে কন্টেইনার হ্যান্ডলিং	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ	তদারকিকরণ
২	সমুদ্র বন্দরসমূহে কার্গো হ্যান্ডলিং	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ	তদারকিকরণ
৩	সমুদ্র বন্দরসমূহে জাহাজ হ্যান্ডলিং	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ, মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ, পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ	তদারকিকরণ
৪	নৌ পরিচালনের সুবিধার্থে অভ্যন্তরীণ নদী পথে মার্কা, বয়াবাতি, বিক-বাতিসহ নৌ-সহায়ক সামগ্রী স্থাপন	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ	তদারকিকরণ
৫	উপকূলীয় যাত্রীবাহী সার্ভিস সম্প্রসারণের জন্য হাতিয়ার বয়ারচর চেয়ারম্যান ঘাট হতে নলচিরা রুটে নতুন জাহাজ সংযোজন।	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন	তদারকিকরণ
৬	প্রি-সি সমুদ্রগামী ক্যাডেটদের প্রশিক্ষণ প্রদান	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী, চট্টগ্রাম, সিলেট, বরিশাল, রংপুর ও পাবনা।	তদারকিকরণ
৭	নদীবন্দরসমূহে আবহাওয়া-সংক্রান্ত তথ্য পরিবেশন	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ	তদারকিকরণ
৮	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের নিজস্ব জাহাজে পণ্য পরিবহন	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন	তদারকিকরণ
৯	অভ্যন্তরীণ নৌ নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে নৌযানের নিবন্ধন/সার্ভে/নকশা/নামকরণ প্রভৃতি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি	নৌপরিবহন অধিদপ্তর	তদারকিকরণ
১০	নাবিকদের পরীক্ষা গ্রহণ/সনদ/সিডিসি ও নিয়োগ সংক্রান্ত আবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পত্তি	নৌপরিবহন অধিদপ্তর	তদারকিকরণ
১১	পোস্ট-সি মেরিনারদের প্রশিক্ষণ প্রদান	ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট	তদারকিকরণ
১২	মেরিনারদের বিশেষায়িত কোর্সের প্রশিক্ষণ প্রদান	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী ও ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউট	তদারকিকরণ
১৩	নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ বিধি-২০০৬ প্রণয়ন	নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর	তদারকিকরণ
১৪	Merchant Shipping Ordinance ২০২৫ (MSO), প্রণয়ন।	নৌপরিবহন অধিদপ্তর	তদারকিকরণ
১৫	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের প্রবিধানমালা সংস্কার	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ	তদারকিকরণ
১৬	বিএসসি'র পরিচালন-অপরিচালন আয়	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন	তদারকিকরণ

ক্রমিক নং	কার্যক্রম (ফলাফল নির্দেশক)	যেসকল অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট/নির্ভরশীল	সংশ্লিষ্ট/নির্ভরশীল অফিসের সঙ্গে কার্যক্রম সমন্বয়ের কৌশল
১৭	Maritime Single Window (MSW) সিস্টেম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য টেন্ডার প্রক্রিয়া শেষে Inception & Software Requirements Specification (SRS) Report চূড়ান্তকরণ।	নৌপরিবহন অধিদপ্তর	তদারকিকরণ
১৮	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষের জন্য একটি আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর স্মার্ট ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুর লক্ষ্যে সফটওয়্যার, ডিজাইন ও তথ্য সংগ্রহ	মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ	তদারকিকরণ
১৯	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনের বহরে নতুন জাহাজ যুক্তকরণ	বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন	তদারকিকরণ
২০	শূন্য পদে (১৩-২০তম গ্রেড) জনবল নিয়োগ সম্পন্নকরণণ	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থা	তদারকিকরণ
২১	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের মোট রাজস্ব আদায় (NTR)	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/সংস্থা	তদারকিকরণ
২২	নবনির্মিত ৪ (চার)টি মেরিন একাডেমিতে সিমুলেটর ও সংশ্লিষ্ট সুবিধাদি স্থাপন প্রত্যেকের টেন্ডার আহবান ও মূল্যায়ন	বাংলাদেশ মেরিন একাডেমী, রংপুর।	তদারকিকরণ
২৩	কর্ণফুলী নেভিগেশনাল চ্যানেল ও জেটিসমূহের সম্মুখভাগে সংরক্ষণ ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে ৯ মিটার ড্রাফট বজায় রাখা	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ	তদারকিকরণ
২৪	অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি	নৌমন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট	তদারকিকরণ
২৫	মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে বিশেষ প্রশিক্ষণ আয়োজন।	নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট	তদারকিকরণ
২৬	মাতারবাড়িতে গভীর সমুদ্র বন্দরের ড্রেজিং ও ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট কাজ। প্রকল্পের নাম: মাতারবাড়ি পোর্ট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (২য় সংশোধিত) প্রকল্পের মেয়াদ জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৯ পর্যন্ত।	চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ	তদারকিকরণ
২৭	পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের রাবনাবাদ চ্যানেলের নাব্যতা ৯ মিটার অর্জনের লক্ষ্যে প্রকল্প অনুমোদন	পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ	তদারকিকরণ
২৮	তামাবিল ও আখাউরা স্থলবন্দরের ইয়ার্ড ও ওয়্যারহাউজের অবকাঠামো উন্নয়ন	বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষ	তদারকিকরণ
২৯	নৌপথে নাব্যতা সংরক্ষণ ও নদী শাসনের লক্ষ্যে ক্যাপিটাল ড্রেজিং ও সংরক্ষণ ড্রেজিং কার্যক্রম	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ	তদারকিকরণ
৩০	পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষের আন্দারমানিক নদীর উপর ১১৮০ মিটার দৈর্ঘ্যের ব্রীজ নির্মাণ।	পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ	তদারকিকরণ
৩১	চিলমারী এলাকায় (রমনা, জোড়গাছ, রাজিবপুর, রৌমারি নয়ারহাট) নদীবন্দর নির্মাণ। প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০২১ হতে ডিসেম্বর ২০২৭ পর্যন্ত।	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ	তদারকিকরণ
৩২	চট্টগ্রাম মিরসরাই জেটি নির্মাণের দরপত্র অনুমোদন এবং সন্দীপ কক্সবাজারের সোনাদিয়া দ্বীপ ও টেকনাফ অংশের জেটির ২৫% নির্মাণ।	বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ	তদারকিকরণ